Name of the study area: Tongi, Urban Area.
Data Type: IDI with Dicession Maker.
Length of the interview/discussion: 57:07
ID: IDI_AMR208_HH_U_25 July 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver?	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity
Female	50	Illiterate	Decision Maker	11,000/	7 Months-Male	Data not found	Banglai

প্রশ্নকর্তাঃ আসসালামুআলাইকুম। আপা আমি হচ্ছে এস এম এস, ঢাকা মহাখালী কলেরা হাসপাতালে কাজ করি। তো বর্তমানে আমরা একটা গবেষনা করতেছি সেটা হচ্ছে বাসা বাড়িতে মানুষ যে সমস্ত এন্টোবায়েটিক খায় মানে তারা অসুস্থ্য হলে কোথায় যায় এবং এন্টোবায়েটিক যে খায় তারা সেগুলো কোত্থেকে কিনে কিভাবে কিনে হ্যাঁ এবং এন্টোবায়েটিক মানে সঠিকভাবে ব্যবহার করে কিনা। আর গবেষনা থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্য পাব এইটা শুধুমাত্র ভবিষ্যতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করার জন্য এবং এন্টোবায়েটিক এর যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করা হবে। আর আপনি যে সমস্ত তথ্য দিবেন সেগুলো আমরা সম্পূর্ন গোপনীয়ভাবে আইসিডিডিআর,বি তে মহাখালী কলেরা হাসপাতালে সংরক্ষন করবো। তো আমরা কি শুরু করবো আপা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ অলাইকুম আসসালাম।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আমরা কি আলোচনা শুরু করবো আপা .....আপা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ শুরু করতে পারেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। ধন্যবাদ। তো প্রথমে যদি একটু বলি যে আপা আপনার মানে যে কি কাজ করেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ আমি সংসারের কাজ করি।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি

উত্তরদাতাঃ রান্নাবান্না সব কাজ করি। সংসারের কাপড় কাঁচা সব কিছু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। গৃহিনী? মানে অন্য কোন কাজকর্ম করেন না?

উত্তরদাতাঃ না অন্য কোন কাজ করি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আর আপনার পরিবার সম্পর্কে যদি একটু বলেন .....আপা আপনার পরিবারে কে কে আছে?

উত্তরদাতাঃ আমার পরিবারে আমার স্বামী আছে, আমি আছি, আমার ছেলে, আমার ছেলের বউ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ তারপরে আমার একটা নাতি আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ। নাতি আছে আচ্ছা। আপনার স্বামীর বয়স কত?

উত্তরদাতাঃ আমার স্বামীর বয়স পয়ষট্রি

প্রশ্নকর্তাঃ পয়ষট্রি? আপনার বয়স কত?

উত্তরদাতাঃ আমার বয়স পঞ্চাশ।

প্রশ্নকর্তাঃ পঞ্চাশ। আর আপনার ছেলের?

উত্তরদাতাঃ ছেলের বয়স তেইশ।

প্রশ্নকর্তাঃ তেইশ? আর উনার বউ?

উত্তরদাতাঃ বউ উনিশ।

প্রশ্নকর্তাঃ উনিশ বছর? আর নাতিটার বয়স কত?

উত্তরদাতাঃ নয় মাস।

প্রশ্নকর্তাঃ নয় মাসের? আচ্ছা। তো ঐযে আপনার পরিবারে যে ধরেন যে যারা আছে উনারা তো আছেন ই। তো এরা যদি অসুস্থ্য হয় আপা হ্যাঁ তো পরিবারের পক্ষ থেকে কে স্বিদ্ধান্ত নেয় যে কোথায় যাবে চিকিৎসার জন্য?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমি স্বিদ্ধান্ত নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি স্বিদ্ধান্ত নেন না?

উত্তরদাতাঃ আমি আমার ছেলে-পেলে সব কিছু বাংলাদেশ মেডিকেলে চিকিৎসা করি।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ আর নাতিরে আইচি হাসপাতাল বড় ডাক্টার দেখাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা বড় ডাক্টার দেখান?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো সংসারের আয় কোথা থেকে কে আয় করে?

উত্তরদাতাঃ সংসারে আয় করে আমার স্বামী

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আর আমার ছেলে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আমার ছোট ছেলে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার স্বামী কোথায় কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ আমার স্বামী রাজ জোগালি কাম করে।

প্রশ্নকর্তাঃ রাজ।

উত্তরদাতাঃ রাজ, রাজের কাম করে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর আমার ছেলে চাকরি করে।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথায় চাকরি করে উনি?

উত্তরদাতাঃ এ পিনাকিতে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আপনার ছেলের বেতন কতো?

উত্তরদাতাঃ ছেলের বেতন সাত হাজার।

প্রশ্নকর্তাঃ সাত হাজার? আর আপনার স্বামীর?

উত্তরদাতাঃ আমার স্বামীর মনে করেন আট নয় হাজার টাকা মাসে।

প্রশ্নকর্তাঃ আট নয় হাজার টাকা না?

উত্তরদাতাঃ কাজ করতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে

উত্তরদাতাঃ করলে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আর এমনি গড়ে গড়ে কত ধরেন যে প্রতিদিন কত টাকা করে উনি পায়?

উত্তরদাতাঃ প্রতি দিন গড়ে

প্রশ্নকর্তাঃ এক দিন কাজ করলে কত টাকা পায়?

উত্তরদাতাঃ এক দিন কাম করলে সারে তিনশ টাকা পায়।

প্রশ্নকর্তাঃ সারে তিনশ টাকা? তাইলে মাসে কয় দিন কাজ করে উনি?

উত্তরদাতাঃ মাসে দশ দিনও করে আট দিনও করে, সাত দিনও করে।

প্রশ্নকর্তাঃ এমনে গড়ে যদি ধরি আপা তাইলে কয় দিন হবে গড়ে?

উত্তরদাতাঃ এমনে গড়ে করে মনে করেন যদি করে তাইলে পনের দিন করে। এর বেশী করতে পারেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ পনের দিন করে আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ হের শইল তো অসুস্থ্য।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে পনের দিন করে না আরো কম করে?

উত্তরদাতাঃ আরো কমই করে। বেশীরভাগ কমই করে।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কত ধরবো আপা দশ পনের আমরা কত ধরবো?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ দশ, বারো, তের।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আমরা কয় দিন ধরবো তাইলে দশ দিন যদি ধরি।

উত্তরদাতাঃ দশ দিনই ধরেন।

প্রশ্নকর্তাঃ দশ দিন ধরলে সারে তিন হাজার টাকা।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আর আপনার সন্তানের হচ্ছে সাত হাজার টাকা?

উত্তরদাতাঃ সাত হাজার টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে সারে দশ হাজার বা এগারো হাজার টাকা?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ গড়ে তাইলে কত বলতে পারি আপা?

উত্তরদাতাঃ আমার গড়ে এইগুলা দিয়াই যা চলে আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে কত দশ হাজার না কি এগারো হাজার কত টাকা?

উত্তরদাতাঃ এগারো হাজার ধরেন।

প্রশ্নকর্তাঃ এগারো হাজার টাকা ধরবো? আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ ঠিক আছে তো বাড়িতে যে আপনারা আছেন আপা এ যে এইখানে কি মাঝে মধ্যে আর কেউ বেড়াতে আসে না কি আপনারাই। এখানে কি কেউ আসে বেড়াতে?

উত্তরদাতাঃ বেড়াইতে? না বেশিরভাগ বেড়াইতে আসে না। আমার বড় ছেলে আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ মাঝে মইদ্ধে আয়া এই চাইর পাঁচ মাস পড়ে পড়ে আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতাঃ থাকে সকালে আইয়া বিকালে যায়গা।

প্রশ্নকর্তাঃ চলে যায়? এমন কেউ আছে যে আসে থাকে দু এক দিন থেকে আবার?

উত্তরদাতাঃ না আছে আমার শ্বাশুড়ী আছে। একমাস কইরা থাকে আমার সাথে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার সাথে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ উনি কত দিন পর পর আসে শাশুড়ি?

উত্তরদাতাঃ এক মাস পর পর আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ এক মাস পর পর আসে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ উনি কেন আসে এখানে?

উত্তরদাতাঃ এখানে এর ছেলের কাছে খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমার শাশুড়ি, আরেক দেওর আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ ওর কাছে এক মাস আর আমগো কাছে এক মাস।

প্রশ্নকর্তাঃ তো মানে উনি এখনো বেঁচে আছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এখনো বেঁচে আছেন।

প্রশ্নকর্তাঃ অনেক বয়স হইছে না এখন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ উনার বয়স সত্তর পাঁচাত্তর বছরস হইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইখানে আপনার স্বামী যেহেতু আছে আপনারা একসাথে আছেন এইখানে আইসা থাকে সে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এইখানে থাকে একমাস কইরা থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি রুটিন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কিছু দিন পর পর প্রতি এক মাস পর পরই আসে ?

উত্তরদাতাঃ না এক মাস পর পরই আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ উনি সব সময়ই থাকে। আমার শ্বাশুড়ি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। খুবই ভাল।

উত্তরদাতাঃ খাওয়ান লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ না না খুবই ভাল ঠিক আছে। এক মাস এখানে থাকলে বাকি এক মাস কোথায় থাকে বললেন?

উত্তরদাতাঃ আমার দেওরের কাছে থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ না ঠিক আছে তাইলে দুই দিকেই থাকতে পারতেছেন।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ দেওরের কাছে থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনারা কি কোন পশু পাখি কোন গবাদি পশু?

উত্তরদাতাঃ না না কোন কিছু নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হাঁস মুরগি বা গরু ছাগল?

উত্তরদাতাঃ না না এই সব কিছু নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এসব কিছু নাই? তাইলে যদি আপা একটু যদি আপনার বাসায় এই যে এখানে কয়টা রুম?

উত্তরদাতাঃ এখানে আমরা দুই রুমে থাকি।

প্রশ্নকর্তাঃ দুই রুমে থাকেন?

উত্তরদাতাঃ বাড়িআলার ছয় হাজার ভাড়া দেই। ঘর ভাড়া দেই। কারেন্ট বিল আলাদা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আচ্ছা, আচ্ছা। আর উপরে তো টিন আপা।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ চার দিকে ওয়াল নিচে পাকা। এইটাকে আমরা কি বাসা বলতে পারি? সেমি পাকা?

উত্তরদাতাঃ সেমি পাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ সেমি পাকা? না টিন শেড? টিন তো।

উত্তরদাতাঃ টিন শেডই তো এইডিরে কয়।

প্রশ্নকর্তাঃ টিন শেড তো উপরে আপা। টিন শেড

উত্তরদাতাঃ চাল

প্রশ্নকর্তাঃ উপরে চার দিকে যদি টিন থাকে তো এইটা চারিদিক তো পাকা।

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ নিচে পাকা উপরে শুধু টিন।

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে এইটা কি আমরা সেমি পাকা বলতে পারি?

উত্তরদাতাঃ বলেন।

প্রশ্নকর্তাঃ সেমি পাকা না? সেমি পাকা ঘর আচ্ছা। তো এই যে মানে ভাড়া দিচ্ছেন হচ্ছে ছয় হাজার টাকা বলতেছেন?

০৫ মিনিট (০৫:০২)

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ ছয় হাজার টাকা। আচ্ছা। তো মানে আপনার ঘরে কি কি আছে আপা এইযে আমি টিভি দেখতে পাচ্ছি। টেলিভিশন আছে।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ টিভি আছে আর হেইমুরা একটা ওয়ারড্রপ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর এই যে ভাঙ্গাচুরা একটা সুকেছ।

প্রশ্নকর্তাঃ শোকেস আচ্ছা। খাট আছে কয়টা?

উত্তরদাতাঃ খাট নাই। হেই মুরা একটা খাট আছে আর এই একটা চকি।

প্রশ্নকর্তাঃ চকি। আর নাই। একটা খাট একটা চকি। আর এইটা কি মিটসেফ?

উত্তরদাতাঃ হু খানারুডি

প্রশ্নকর্তাঃ খানা। মিটসেফ বলেন না কি বলেন?

উত্তরদাতাঃ খানারুডি কয়।

প্রশ্নকর্তাঃ খানা? আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ মিটসেফই কয়

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ খানার?

উত্তরদাতাঃ মিটসেফও কয় ন খানারুডিও কয়।

প্রশ্নকর্তাঃ খানার টেবিল? আচ্ছা আচ্ছা। আমরা যা খাই। আজকে একটা নতুন জিনিস জানলাম। আচ্ছা আপা আপনাদের যে বাড়ি গ্রামের বাড়ি গ্রামের বাড়িতে আপনাদের কি সম্পত্তি আছে?

উত্তরদাতাঃ না কোন বাড়ি ঘর কিচ্ছু নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ মনে ভিটা বাড়ি, ধানের ক্ষেত, ক্ষেত?

উত্তরদাতাঃ কিচ্ছু নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কোথায় দেশের বাড়ি কোথায়?

উত্তরদাতাঃ দেশের বাড়ি ....(জেলা).... (থানা)।

প্রশ্নকর্তাঃ ....(জেলা).... (থানা)?

উত্তরদাতাঃ এ্য ....গ্রাম।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কিচ্ছু নাই?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে ভিটা বাড়ি?

উত্তরদাতাঃ আমার শ্বশুড়েরই আছিলো না। আমগো থাকবো কইত্তে?

প্রশ্নকর্তাঃ ও মানে একদম কিচ্ছু নেই?

উত্তরদাতাঃ না কিচ্ছুই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা, আচ্ছা তো এখন আপা যদি একটু বলি যে স্বাস্থ্যসেবা নেওয়া আপনারা এই যে ট্রিটমেন্ট করেন বা ঐযে ওকে অসুস্থ্য হলে কোন জায়গায় যান এই বিষয়ে যদি একটু জানতে চাই। তো পরিবারের এখন কি আজকে পর্যন্ত সবাই ভাল আছে? সুস্থ্য আছে?

উত্তরদাতাঃ আল্লাহ দিলে সবাই ভাল আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ সুস্থ্য আছে? কারো কোন সমস্যা নাই না?

উত্তরদাতাঃ না আল্লাহ দিলে কোন সমস্যা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এমন কি হয় যে প্রায় সময়ই কেউ পরিবারে অসুস্থ্য হয়ে যায় বা কিছু দিন পর পর অসুস্থ্যতা হয়?

উত্তরদাতাঃ না খালি এক অসুস্থ্য অই আমার ব্যাথা অয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কিসের ব্যাথা?

উত্তরদাতাঃ মাজা ব্যাথা

প্রশ্নকর্তাঃ মাজা ব্যাথা?

উত্তরদাতাঃ মাজা ব্যাথা আর হাটুর ব্যাথা।

প্রশ্নকর্তাঃ হাটুর ব্যাথ? এইটা আজকে কত বছর ধরে?

উত্তরদাতাঃ এইটা আমার অনেক বৎসর। পাঁচ ছয় বৎসর।

প্রশ্নকর্তাঃ পাঁচ ছয় বৎসর? আপনি কি এইটা ট্রিটমেন্ট করাচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমি এইটা..... মেডিকেল

প্রশ্নকর্তাঃ ..... মেডিকেল?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার দেখাই। আবার অসুধ খাই। যখন ব্যাথা থাকে যাই। হেগো পরামর্শতে অসুধ খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। এইটা কোন জায়গায় ..... মেডিকেলটা?

উত্তরদাতাঃ ..... মেডিকেল এই যে উত্তরা।

প্রশ্নকর্তাঃ উত্তরাতে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ,

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি সরকারী না বেসরকারী?

উত্তরদাতাঃ ..... বিল্ডিং

প্রশ্নকর্তাঃ সরকারী না বেসরকারী?

উত্তরদাতাঃ অর্ধেক সরকারী অর্ধেক মালিকানা। আধা সরকারী।

প্রশ্নকর্তাঃ আধা সরকারী আধা মালিকানা? আচ্ছা, আচ্ছা। তো এখন যেইটা হচ্ছে যে ঐখানে আপা খরচ কেমন খরচ?

উত্তরদাতাঃ খরচ বেশী একটা না। মনে করেন তারা অসুধ দেয়। অসুদের দামডা একটু নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ নিলেও অসুধ খাইলে কাজ অয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আর ডাক্তারের মানে কি ধরণের ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের দেড়শ টাকা ভিজিট আছে যে যেরকম ডাক্তার দেখায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি যাকে দেখান উনার?

উত্তরদাতাঃ আমি দেখাই দেড়শ টাকা ভিজিট দেই।

প্রশ্নকর্তাঃ দেড়শ টাকা ভিজিট?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ উনি কি মানে পাশ করা কোন এম বি বি এস?

উত্তরদাতাঃ না হে রকম পাশ করা না।

প্রশ্নকর্তাঃ কি রকম ডাক্তার উনি?

উত্তরদাতাঃ এই যে ইয়া নরমাল এক্কেরে বড় ডাক্তার না।

প্রশ্নকর্তাঃ এম বি বি এস পাশ করা না?

উত্তরদাতাঃ না না এম বি বি এস পাশ করা না।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে কি পড়াশুনা কি?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন হের উপরে আরো আছে। ছয়শ টাকা ভিজিট।

প্রশ্নকর্তাঃ না তা বুজছি ভিজিট তো ইয়া আছে। দেড়শ টাকা যিনি নেয়

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ উনি কি মানে স্বাস্থ্য বিষয়ক কোন পড়াশুনা আছে তার?

উত্তরদাতাঃ হু পড়াশুনা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ পড়াশুনা মানে কি রকম ডিগ্রি?

উত্তরদাতাঃ কাগজ দেখবেন?

প্রশ্নকর্তাঃ কাগজ আচ্ছা দেখাতে পারেন আপা। একটু দেখান, আছে?

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ এখানে যিনি দেখতে পারতেছি এই যে ডাক্তার এম বি বি এস করা সিসিডি করা।

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি বলতেছেন উনি হচ্ছে উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ হাসপাতালের এইটা এইটা কি

উত্তরদাতাঃ ..... মেডিকেল

প্রশ্নকর্তাঃ ..... মেডিকেল বলতেছেন আপনি না?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু এইটা নাম হচ্ছে এইখানে কিন্তু উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। আউটডোর টিকেট এইটা টিকেট কাটছেন কত দিয়ে? টিকেট কাটতে কত নেয় আপা?

উত্তরদাতাঃ এই দেড়শ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ দেড়শ টাকা নেয়?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ আর হচ্ছে ডাক্তার দেখাইতে এখানে এমবিবিএস এই যে তার ইয়ে করা আছে। বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তার হ্যাঁ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারই সে এবং একজন সাধারণ ডাক্তার আছে এমবিবিএস। তো এখানে যে আপা অসুধ দিছে যেমন এইযে আপনাকে অনেকগুলা অসুধ দিছে আমি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ হু আমি দুই মাস ধইরা খাইতাছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। এইখানে কোন পাওয়ারী অসুধ দিছে আপা যেমন এই যে ফ্ল্যাক্সিভা এফ এল ই এক্স আই ভি এ ফ্ল্যাক্সিভা ই আর দিছে হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এই হানে যা যা লেখা আছে এইডিই দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা। এইগুলার দাম কেমন আপা অসুধ গুলার?

উত্তরদাতাঃ দাম আছে মনে করেন এক ফাইল অসুধ আনলে পাঁচশ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। এইটা মে মাসের ষোল তারিখ গেছিলেন?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ এক ফাইল আনলে এ্য ইয়ে টাকা না?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ কত বললেন? পাঁচশ টাকা? পাঁচশ টাকা আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এই পুরা অসুদটি আনলে পাঁচশ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে যেমন দিছে

উত্তরদাতাঃ হয়তো দশ বিশ টাকা বেশী বা কম

প্রশ্নকর্তাঃ অসুধ কি এখন খাচ্ছেন আছে ঘরে?

উত্তরদাতাঃ অসুধ খাওয়া শেষ।

প্রশ্নকর্তাঃ সব শেষ না?

উত্তরদাতাঃ ঐ খোসাডি আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ খোসাডি আছে। আচ্ছা তাহলে খোসাগুলি কি একটু দেখাইতে পারবেন আপা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এই খালি জ্বরের আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য দেখি তাইলে আপা আপনার ব্যাথার জন্য কোনগুলা বলতেছেন? এইগুলা?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা নরিয়াম এন ও আর আই ইউ এম নরিয়াম ফাইভ এইট । আচ্ছা না এইটা একটা আর তারপরে এইটা বলতেছেন আচ্ছা। ডি এ সি এ এল টি এ আর ও এল ডাসাট্রল আচ্ছা এইটা একটা বলতেছেন, না? আচ্ছা। তারপরে হচ্ছে এইটা কিসের অসুধ মানে এইখানে কোন পাওয়ারী অসুধ আছে আপা?

উত্তরদাতাঃ এইডিনি যা আছে এইডিনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এই যে এই

উত্তরদাতাঃ দেহেন এইহানে একটা শুধু জ্বরের অসুধ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এ সি এ সি জিড এ এস আই জেড আই টি এইচ এসিজিট না? তারপরে হচ্ছে এই যে একটা আছে অসুধ

উত্তরদাতাঃ হ এইডা এই পাওয়ারী

প্রশ্নকর্তাঃ ফেসিক্যাল ডি পাওয়ারী ফেসিক্যাল ডি এইডা পাওয়ার বেশী বলতেছেন না?

উত্তরদাতাঃ হু এইটা সারাদিনে একবার একটা।

প্রশ্নকর্তাঃ এফ এ ডাবল এস আই কে সি এ এল ডি ফেসিক্যালডি ডি, আচ্ছা এইটা একটা এইটা বলতেছেন। তো এই যে অসুধ দিছিলো আপা হ্যাঁ যে অনেকগুলো অসুধ দিছে দেখতেছি আপনাকে।

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ এইযে এইখানে একটা

উত্তরদাতাঃ দুই বেলা এক বেলা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ম্যাক্স প্রো দিছে হ্যাঁ এই যে এম এ এক্স।

১০ মিনিট (১০:০২)

উত্তরদাতাঃ আর এইডা দিছে এই যে মাথা ঠান্ডা থাকার লিগা।

প্রশ্নকর্তাঃ পি আর ও হ্যাঁ ম্যাক্স প্রো। হ্যাঁ কোনটা দিছে আপনার মাথা ঠান্ডার জন্য?

উত্তরদাতাঃ দেখেন তো এইডা কি এক বেলা রাত্রে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। এইটা দিছে?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা দিছে না? আচ্ছা। এ্য এইটাতো তহন বলছেন নরিয়াম এন ও আর আই ইউ এম। এইটা মাথা ব্যাথার জন্য দিছিলো বলতেছেন?

উত্তরদাতাঃ মাথা যে এই যে একটা ব্যাথার অসুধ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা ব্যাথার অসুধ না?

উত্তরদাতাঃ এইটা আবার জ্বরের অসুধও আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বরের জন্য দিছে হচ্ছে।

উত্তরদাতাঃ এইটা মনে হয় জ্বরের।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এইহানে একটা জ্বরের অসুধ আছে কয় দিন আগে আনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এইডা বাদ দিয়া পরে দেহেন। এইডা অসুধ আনলে আমার পাঁচশ টাকা লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। ফ্লেক্সিভেন ই এন। এফ এল ই এক্স আই ভি এ এন ই আর ফ্লেক্সিভেন ই আর না?

উত্তরদাতাঃ হু ব্যাথার

প্রশ্নকর্তাঃ ব্যাথা? এইটা দুইশ এম জি দুইশ এম জি ব্যাথার জন্য দিছে। হু আচ্ছা। তো অনেকগুলা অসুধ আপা যে এই যে অসুধ গুলা দিছিলো আপা হ্যাঁ তো এইগুলা তো ধরেন একটা নিয়ম মাফিক দিছে। ধরেন আমি এইখানে দেখতেছি এক শুন্য এক। এই যে এইটা দিয়ে কি বুঝাচ্ছে যে এক শুন্য এক?

উত্তরদাতাঃ এইডা আমি বুঝি এইগুলা?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা মানে যেই কয় দিন খাইতে বলছিলো আপা? মানে কয় দিনের অসুধ দিছিলো আপনাকে?

উত্তরদাতাঃ আমারে মনে করেন কইছে দুই মাস খাওয়া লাগবো।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে এইখানে এক মাস এক মাস দেখতেছি আমি এই।

উত্তরদাতাঃ এই হানে কয় মাস লেখছে দেখেনছে?

প্রশ্নকর্তাঃ এক মাস এক মাস লেখা। সাত দিন, এক মাস। অনেকগুলা এক মাস লেখা।

উত্তরদাতাঃ হু হ্যাঁ যেইডা যেই নিয়ম করছে নিয়ম মতো খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এখন বন্ধ।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে মানে যে কয়টা অসুধ দিছিলো সবগুলা কিনছিলেন না অল্প কইরা কিনছিলেন?

উত্তরদাতাঃ সব কিনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ সবগুলা?

উত্তরদাতাঃ পুরা ফাইল।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন সব কিনছে কেন? অনেকে তো শুনি যে অল্প কইরা কিনে।

উত্তরদাতাঃ না আমি মনে করেন আবার বাংলাদেশ মেডিকেল যামু ভাড়া দিয়া আবার আসমু।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ ঐ জাগা ছাড়া এই যে অসুধ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ পাওয়া যায়না? এখানে পাওয়া যায় না কাছে কোন?

উত্তরদাতাঃ না এইখানে পাওয়া যায় না কিন্তুক সব অসুধ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ সব অসুধ পাওয়া যায় না?

উত্তরদাতাঃ এই জন্য আমি ঐ জায়গা থিকা নিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু তো সব সময় টাকা থাকে? টাকায় কুলায়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ টাকা বাউ কইরাই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ টাকা ভাউ কইরা যান? তো আপনারা তো গরীব মানুষ মানে এত টাকা অসুধ তো কেনা?

উত্তরদাতাঃ এহনে মনে করেন যহন দেখি টাকা কম অল্প আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু তো প্রায় সময়ই কি অল্প আনেন নাকি একেবারে অসুধ সবগুলা নিয়া আসেন?

উত্তরদাতাঃ বেশী ভাগই একবারে নিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ একবারে নিয়া আসেন? তো অনেক টাকা লাগে না আপা?

উত্তরদাতাঃ অনেক টাকা লাগবো কি মনে করেন পাচ ছয়শ টাকা লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ পাচ ছয়শ টাকা আবার ভিজিট আছে।

উত্তরদাতাঃ ভিজিট দেড়শ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ দেড়শ টাকা?

উত্তরদাতাঃ আর ঐযে অসুধ আনি পাঁচশ টাকার।

প্রশ্নকর্তাঃ পাঁচশ টাকার? তো আজকে কত বছর ধরে ট্রিটমেন্ট করতেছেন?

উত্তরদাতাঃ আজকে পাঁচ বছর

প্রশ্নকর্তাঃ পাঁচ বছর। তো পাঁচ বছরে তো অনেক বার মানে কয় বার গেছেন ডাক্তারের কাছে?

উত্তরদাতাঃ অনেকবারই গেছি। একবার অসুধ খাইয়া পাঁচ বছর পর্যন্ত ভাল আছিলাম আর যাওয়া লাগে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এই পাঁচ বছরের পরে আবার যে এই গেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তা এখন কি অবস্থা আপা শরীরের?

উত্তরদাতাঃ এখন আল্লাহ দিলে ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল আছেন, না?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে যে অসুধ সর্বশেষ খাওয়া শেষ করছেন কবে?

উত্তরদাতাঃ অসুধ খাওয়া শেষ করছি এক সপ্তাহ অয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এক সপ্তাহ? মানে কোর্স যে কয়টা দিছিলো আপনার প্রেসক্রিপশনে?

উত্তরদাতাঃ সব খাইছি

প্রশ্নকর্তাঃ সব খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আনেকে তো সব খাইছন কেন অনেকে তো অল্প করে খায় এবং

উত্তরদাতাঃ না আমি সব অসুধ খাই। আমি নিয়মমতোন সব খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কেন খান এইটা একটু খুলে বলেন?

উত্তরদাতাঃ এইটা নিয়ম মতোন খাই। ডাক্তারে নিয়মমতোন দেয় নিয়মমতোন খাইলে আমার রোগটা ভাল অইয়া যায় গা।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি

উত্তরদাতাঃ তাইলে আমার আর। নাইলে কয় দিন পরে পরে যাওন লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ না সেইটা বুঝলাম ধরেন অনেকে বলে যে আমি সাত দিনের অসুধ দিছে বা এক মাসের দিছে আমি আমি দশ দিন খাইয়া ভাল অইয়া গেছি আমি আর কেন খামু?

উত্তরদাতাঃ না না। আমি পুরা কোর্স খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ না খান। কেন খান? মানে পুরা করে লাভটা কি?

উত্তরদাতাঃ খাই এইটা খাইলে লাভটা মনে অসুধটা সব খাইলে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমি অনেক দিন ভাল থাকি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ অনেক দিন ভাল থাকলে আর যাওয়া লাগে না।

প্রশ্নকর্তাঃ যাওয়া লাগে না এইটা একটা লাভ?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আর যদি কেউ ধরেন অসুধ কোর্স কমপ্লিট না করে তার কোন সমস্যা অইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ কি হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ হইতে পারে দেখা গেছে এক ডাক্তারে এক মাস অসুধ দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি

উত্তরদাতাঃ দশ দিন খাইলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আর বিশ দিন খাইলাম না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ তো বিশ দিন না খাইলে ঐ দশ দিনের অসুধটা আমার কাজ করতাছে না।

প্রশ্নকর্তাঃ কি করবে না কিভাবে কাজ করবে না?

উত্তরদাতাঃ কাজ কেমনে করবো? এহন আমি যদি এক মাসেরডা খাওয়া শেষ করি আমি পাঁচ মাস, ছয় মাস এক বৎসর ভাল থাকুম।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ আর যদি আমি দশ দিন খাই তাইলে আমার আবার আমার দেহা গেছে পনের দিন পর যাওয়া লাগে

প্রশ্নকর্তাঃ হু যাওয়া লাগে। অসুখটা কি হবে মানে অসুখটা কি ভাল হবে না কি হবে ন?

উত্তরদাতাঃ না খাইলে তো ভাল হবে না। খাইলেই তো ভাল হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল হইবো। মানে তাইলে খাইলে ভাল হচ্ছে। তাইলে কেউ যদি না খায় কোর্স কমপ্লিট না কারে তাইলে তার কি কি সমস্যা অইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ তার দেহা গেছে আবার কয় দিন পরে আবার ব্যাথাডা অয়

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আবার ব্যাথা বাড়ে। আবার রাত্রে ঘুম অয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আবার এরকম খাইয়া আমি টেরাই কইরা দেখছি। এই জন্য আর খাইনা পুরাডাই খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আগে কি আপনি কম খাইতেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আগে কম খাইতাম।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কেন কম খাইতেন আগে?

উত্তরদাতাঃ কম খাইতাম অহন দেখা গেছে টাকার জন্য আনতে পারি নাই। আবার টাকার সমস্যা এইজন্য আনতে পারি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ এখন আর তা না। এখন টাকা যোগার কইরা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ পুরা অসুধ আইনা খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ পুরা আনেন সব সময়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইটা কি শুধু মাত্র আপানর ক্ষেত্রে নাকি আপনার পরিবারের এই যেমন আপনার নাতি বা আপনার বউ?

উত্তরদাতাঃ না আমার সবার বেলায়ই। সব অসুধই আনলে আমি পুরা অসুধই আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ পুরা অসুধই আনেন?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ তো ধরেন এই যে আপনার স্বামী আয় করে আপনার সন্তান আয় করে বা অন্য জন বউ এর অসুধ আনতেছেন, বাচ্চার।

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ এখন এই যে স্বিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় একটা এই স্বিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ স্বিদ্ধান্ত আমি নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনে নেন এখন?

উত্তরদাতাঃ দেহা গেছে বাজার কম খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ অন্যদিকে একটু কষ্ট করি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ মানে অসুখ অইলেতো অসুধ আনা লাগবোই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো অনেকে তো বলে যে আপা অসুধ বেশী খাওয়া ভাল না বা অনেকে বলে যে আমার মাথা ঘুরায় বা ইয়া করে আমি পুরাডা খাই না।

উত্তরদাতাঃ পরিমান মতনই খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা কি সব সময় মানে কোর্স পুরাটা খান না?

উত্তরদাতাঃ যে যখনই আমারে অসুধ দেয় ডাক্তারে তখনই আমি পুরা অসুধ খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ পুরাটা খান?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে একটা লাভ বলতেছেন যে আমার আর যাওয়া লাগে না।

উত্তরদাতাঃ যাওয়া লাগে না।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কোন লাভ আছে মানে?

উত্তরদাতাঃ না আর কোন লাভ নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ পুরাটা খাইলে আর কি লাভ?

উত্তরদাতাঃ পুরাটা খাইলে আমি সুস্থ্য থাকলাম, ভাল থাকলাম। আমি অনেকদিন পরে গেলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। অনেক দিন পর আবার ডাক্তারের কাছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আর অসুখটা কি ভাল হয়ে যাবে অল্প করে খেলে না বেশি পুরাটা?

১৫ মিনিট (১৫:০১)

উত্তরদাতাঃ পুরা ডোস খাইলেই আমার ভাল অয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল হয়? আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। তো আপা যেইটা বলতাছিলাম তো তাইলে আপনারা বেশিরভাগ সময় অসুস্থ্য হইলে এই যে বললেন যে উত্তরা আধুনিক মেডিকেলে।

উত্তরদাতাঃ হু হেই মেডিকেলেই যাই আমি

প্রশ্নকর্তাঃ ঐটাতেই বেশী যান আপনি?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আর আপনি, আপনার স্বামী বা সন্তান বা বউ বা নাতি যদি অসুস্থ্য হয় তাইলে কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ ঐ জায়গায়ই নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐখানেই নেন?

উত্তরদাতাঃ হ ..... মেডিকেল নেই

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনার

উত্তরদাতাঃ আরো অন্য ডাক্তার আছে হেগো কাছে নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ অন্য ডাক্তার কোথায় আছে ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ হেই ডাক্তার ই আছেনা? যার যেই রোগ হয় হেই ডাক্তারের কাছেই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কোন জায়গায় যান?

উত্তরদাতাঃ ..... মেডিকেলেই।

প্রশ্নকর্তাঃ মেডিকেলে তো আপনি যান। আর এই বাচ্চা?

উত্তরদাতাঃ এগোও নিয়া যাই। নাতিরে নিয়া যাই আইচি হাসপাতালে।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন হাসপাতাল এইটা?

উত্তরদাতাঃ এই যে উত্তরা .... হাসপাতাল।

প্রশ্নকর্তাঃ ..... হাসপাতাল। ওখানে যিনি ডাক্তার দেখে উনি কি রকম ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ ও ডাক্তার অনেক ভাল শিশু ডাক্তার

প্রশ্নকর্তাঃ বিশেষজ্ঞ?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ। ইয়া ছয়শ টাকা ভিজিট।

প্রশ্নকর্তাঃ কত?

উত্তরদাতাঃ ছয়শ টাকা ভিজিট। কাড কইরা লইছি পাঁচশ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনারা তো গরিব মানুষ আপনারা অত দুরে যান কেন?

উত্তরদাতাঃ ঐ যে শিশু ডাক্তার

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ অন্য জায়গায় ডাক্তার দেহাইলে ভাল অয় না?

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ ডা:৩৭।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ডা:৩৭ বাংলাদেশে পাশ করা হে বিদেশ পাশ কইরা আইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওরে বাবা অনেক বড় ডাক্টার।

উত্তরদাতাঃ আমার পুরা ফ্যামিলি নায় নাতকুর আমি ঐ জায়গায় দেহাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো আশে পাশে কি দেখান আপা মানে

উত্তরদাতাঃ আশে পাশে অসুধ না থাকলে ঐ ডাক্টারের কাগজ দেহায়া অসুধ এই ফাইল কিন্না আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো মানে ঐযে সব সময় কি ঐ ডাক্টার দেখান না আশেপাশে অন্য কোন ফার্মেসি তে?

উত্তরদাতাঃ না না ঐ ডাক্টারই দেখাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ ডাক্টারই দেখান?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে সর্বশেষ যে আপনার নাতিকে দেখাইছিলেন কাকে দেখাইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ ঐ আইচি হাসপাতাল, ... স্যার।

প্রশ্নকর্তাঃ তাকে দেখাইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ আশে পাশের কোন ফার্মেসিতে যান না?

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ যারা অসুধ বিক্রি করে বা ডাক্টারি করে?

উত্তরদাতাঃ না যদি দেখি এই অসুদটা এই জায়গায় পাওয়া যায় বা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ তায় ঐ কাগজটা নিয়া যাই। এই ফাইলটা আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ঐটাতো ডাক্টার একবার দেখে অসুধ দিয়ে দিছে কোর্স এ্য।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ডাক্টাররে বলি স্যার আবার যদি ঠান্ডা লাগে বা জ্বর আনে তাইলে কি করমু?

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ কয় তাইলে ঐ অসুদ আপনে কিন্না খাওয়াইয়েন।

প্রশ্নকর্তাঃ ও উনিই বলে দেয়?

উত্তরদাতাঃ হ বলে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ উনি বলে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ নাকি পরে কিভাবে ফোন করে জিঙ্গেস করেন নাকি?

উত্তরদাতাঃ না ফোন কইরা না। ঐ সময় যখন দেখাই

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ হের লগে ফোনে কোন যোগাযোগ নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ঐ সময়ই বলি স্যার আমরাতো সব সময় আসতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ তাইলে কি করুম? তাইলে ঐ অসুদ আবার ঠান্ডা লাগলে কিন্না খাওয়া যাইবো?

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ কয় হ অল্প ঠান্ডা থাকলে কিন্না খাওয়াইবেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর যদি বেশী সমস্যা অয় তাইলে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তাইলে আপনার পরিবারে বেশীরভাগ যারা যারা যদি কেউ অসুস্থ্য হয় নাতির ক্ষেত্রে যেমন মনে করেন যে আইছি

উত্তরদাতাঃ ..... হাসপাতাল

প্রশ্নকর্তাঃ আইছি হাসপাতালে যান

উত্তরদাতাঃ ডা:৩৭

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ ডা:৩৭আর উনার হ্চেছ উত্তরা .... হাসপাতালে যান আপনি?

উত্তরদাতাঃ আমি যাই আমি।

প্রশ্নকর্তাঃ আর বাকিরা যারা আছে আপনার বউ?

উত্তরদাতাঃ এ বাকিরা যদি বেশী সমস্যা অয় তাইলে ঐ জায়গায় যাই আর অল্প সমস্যা অইলে, জ্বর মর আনলে এদিক থিকা আনি অসুধ।

প্রশ্নকর্তাঃ এদিক থিকা মনে কোন দিক থিকা আনেন?

উত্তরদাতাঃ এইযে বাড়ির পাশে দোকান আছে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তাইলে ঐখানে মানে কার কোন ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা লাগলে জ্বর লাগলে এরকম।

প্রশ্নকর্তাঃ তো অসুধটা কে বলে? কোন ডাক্তারে বলে যে এটা খাও? এই ফার্মেসি থেকে যখন অসুধ আনেন?

উত্তরদাতাঃ এই ডাক্তারই বলে।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন ডাক্তার বলে?

উত্তরদাতাঃ এই যে মনে করেন আশে পাশের দোকান যে ডাক্তারে দিছে ঐ ডাক্তারই বলে।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ যিনি অসুধ বিক্রি করে উনি?

উত্তরদাতাঃ হ। হ উনি।

প্রশ্নকর্তাঃ তা ছোট খাট অসুখের জন্য ঐখানে যান?

উত্তরদাতাঃ হ হ ছোট খাট অসুখের জন্য ।

প্রশ্নকর্তাঃ তা অসুখের জন্য গেলে প্রায় সময় কি আপনি এশপাশের এখান যান না কি ঐযে বড় হাসপাতালে?

উত্তরদাতাঃ না না আশেপাশে অসুধ। অল্প সল্প জ্বর আনে ঠান্ডা লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ যারা আমার বেশীরভাগে সমস্যা অয় আমি ঐ বাংলাদেশ মেডিকেল যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে বড় অসুখ হইলে আপনারা বলতেছেন ঐখানে দেখান আর ছোট খাট প্রাথমিক যেইগুলা

উত্তরদাতাঃ হ আশেপাশে ডাক্তার আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আশেপাশে ডাক্তার? তো কোন নির্দিষ্ট দোকান আছে যে ঐখান থেকে আনেন নাকি যে যখন যেইটার থেকে ভাল লাগে?

উত্তরদাতাঃ না যহন যেইডার তে ভাল লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল লাগে? মানে অসুধের দোকান কোনটায় বেশী যান আশেপাশে?

উত্তরদাতাঃ বেশি আনি ঐযে ইস্কুল। ইস্কুলের সামনের তে

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ ফার্মেসিটার নাম কি

উত্তরদাতাঃ ঐ ডাক্টারের তে।

প্রশ্নকর্তাঃ ফার্মেসিটার নাম কি? ঐ ডাক্টারটার নাম কি যিনি অসুধ বিক্রি করে ঐযে বলতেছেন উনার নাম?

উত্তরদাতাঃ উনার নাম "শ"।

প্রশ্নকর্তাঃ শ"। আচ্ছা সে কি অসুধ বিক্রি করে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ মুটামুটি ভালই আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ভালই আছে? সে কি মানে অসুধ বিক্রি করে না কি কোন?

উত্তরদাতাঃ না অসুধ বিক্রি করে।

প্রশ্নকর্তাঃ অসুধ বিক্রি করে, তা কেমন সে ডাক্টার হিসেবে?

উত্তরদাতাঃ আছে মুটামুটি।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল না? মানে কয় দিনের জন্য দেয় অসুধ?

উত্তরদাতাঃ অনেক বৎসর। হেয়?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এক সপ্তাহের অসুধ দেয়। জ্বর আনলে তিন দিনের অসুধ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তিন দিনের দেয়? মানে এই সাধারন অসুধ দেয় না কি এন্টোবায়েটিক পাওয়ারী অসুধ দেয়?

উত্তরদাতাঃ না সাধারন অসুধ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ সাাধারন দেয়। এন্টোবায়েটিক দেয়?

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়েটিক দেয় কিন্তু কম দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় দিনের জন্য দেয়?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন তিন দিন দেয় বা দুই দিন দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ যা জ্বর যদি ভাল না অয় তাইলে তিন দিনের দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তিন দিন দেয়? হ্যাঁ তো তিন দিনের জন্য যদি ধরেন অসুধ দেয় পুরাটাই আপনারা কিনেন নাকি অল্প করে কিনেন?

উত্তরদাতাঃ না মনে করেন তিন দিনের দিলে তিন দিনেরই আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আনেন? মানে পুরাটা খান নাকি অল্প?

উত্তরদাতাঃ পুরাটা খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন?

উত্তরদাতাঃ যার পুরাডা খাইলে আমার সমস্যা গেলগা ভিতরে জ্বর থাকে অনেক সময় ঠান্ডা থাকে যায়গা।

প্রশ্নকর্তাঃ একবারে চলে যায়।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ এই জন্য? আর ঐ ভিজিট নেয় কোন সেই ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতাঃ না না কোন ভিজিট নেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ ভিজিট নেয় না না।

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ আর ঔষধ কি বুঝায়া দেয় কেমনে খাবেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ বুঝায়া দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ বুঝায়া দেয়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আর যখন উত্তরা ঐযে অধুনিক মেডিকেলে আপনি যান অথবা?

উত্তরদাতাঃ ঐ জায়গায় অরা পিন মাইরা দেয় অসুধের।

প্রশ্নকর্তাঃ পিন মাইরা দেয়? মানে? পিন মাইরা দেয় মানে? বুঝি নাই।

উত্তরদাতাঃ এরা এইডা ঐযে হেদের লেখা থাকে

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ কোনডা কোন বেলা। ঐ কাগজ কাইট্যা কাইট্যা

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ প্রত্যি অসুধের মধ্যে পিন মাইরা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ মানে কাগজটা লাগায়া দেয়?

উত্তরদাতাঃ হ কাগজটা লাগায়া দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ লাগায়া দেয়? প্রতিটা অসুধের পাতার সাথে সাথে?

উত্তরদাতাঃ হ। পাতার সাথে লাগায়া দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা লাগাইলে কি সুবিধা আপা?

উত্তরদাতাঃ এইডা লাগাইলে সুবিধা মনে করেন আমি লেখাপড়া জানি না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ দেহা গেছে বাসায় আইনা দেহাই কোনডা কোনডা। একবার খাইলেই তো বুঝি।

উত্তরদাতাঃ এ কয়বার খাওন লাগবো

প্রশ্নকর্তাঃ এ কয়বার খাওন লাগবো।

উত্তরদাতাঃ আর যে খাইয়া খাইয়া অহনে অভ্যাস অইয়া গেছেগা অহন আমি জানি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এইডা এই কয় বার, এইডা এই কয় বার ।

প্রশ্নকর্তাঃ এই ডাক্তারের কাছে গেলে এই ডাক্তার

উত্তরদাতাঃ এই ডাক্তারের কাছে গেলে উনিও কোনা কাইট্যা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কোনা কাইটা দেয় মানে কি?

উত্তরদাতাঃ এই অসুধ এইডা এই কয়বার খাইবেন হেইডা হেই কয়বার খাইবেন।

২০ মিনিট (২০:০১)

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কিভাবে কেটে দেয় কোনা?

উত্তরদাতাঃ এই কেচি দিয়া কোনা কাইটা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কোনা কাইটা দেয়?

উত্তরদাতাঃ আবার লেইখা দেয় অসুধের পিছনে।

প্রশ্নকর্তাঃ পিছনে লেইখা দেয়?

উত্তরদাতাঃ হ বড় কালা কালি আছে না?

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ মোডা কালি দিয়া লেইখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ মোডা কালি দিয়া লেইখা দেয়?

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কেমনে খাবেন কি?

উত্তরদাতাঃ কেমনে খাইবেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো এইটা কি মানে সব সময় দেয় তারা?

উত্তরদাতাঃ হ সব সময় মোডা কালি দিয়া লেইখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনে কি আপনার মানে লাষ্ট অসুস্থ্য হইছিলো আপনার পরিবারে কে অসুস্থ্য হইছিলো সর্বশেষ?

উত্তরদাতাঃ এই এ্য না কোন অসুস্থ্য না আমিই অসুস্থ্য ছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনিই অসুস্থ্য ছিলেন? আর আপনার বাচ্চা বা?

উত্তরদাতাঃ আর বাচ্চা।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চাকে কবে দেখাইছেন?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চারে দেহাইছি এক সপ্তাহের বেশী অইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ কি সমস্যা ছিল?

উত্তরদাতাঃ ঐ ঠান্ডার সমস্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ ঠান্ডার সমস্যা? তো ওকে কি অসুধ দিছিলো আপা আছে ঘরে কোন অসুধ?

উত্তরদাতাঃ সব অসুধই আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ দেখি তাইলে বাচ্চাকে কি

উত্তরদাতাঃ.....২০:৪৩...দিছে, টোফেল দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। মানে তার হচ্ছে যে মনে ইয়ে ঐটা এক সপ্তাহ আগে খাওয়াইছিলেন না? টোফেন, এই যে টোফেন সিরাপ দিছিলো না?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। এই যে টোফেন টি ও এফ ই এন না? টোফেন।

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ এ এইটা কি কত দাম আপা? এইটা কেমন অসুধ? কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ দামতো ঐ লেখা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি এন্টোবায়েটিক নাকি এরকম পঞ্চান্ন টাকা।

উত্তরদাতাঃ না এন্টোবায়েটিক না। এন্টোবায়েটিক দিছে ঐটা খাওয়া শেষ।

প্রশ্নকর্তাঃ কি অসুধটার নাম কি? এইটা কি দিছে টোফেন? দেখি এইটার কি নাম?

উত্তরদাতাঃ এইটা পিউরিসাল।

প্রশ্নকর্তাঃ পিউরিসাল দিছে হ্যাঁ আচ্ছা। পি ইউ আর আই এস এ এল পিউরিসাল।

উত্তরদাতাঃ এইটা এরে সব সময় খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ এই দুইটা তো দিছে আরেকটা এন্টোবায়েটিক কি দিছে আপা দেখি?

উত্তরদাতাঃ .....২১:১৬.....

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এন্টেবায়েটিকের কিছু আছে দেখেন তো? তো এই যে অসুধ দিছিলো আপা .....আপা। ঐটা কি খাওয়াইছিলেন পুরাটা খাওয়ানো শেষ হইছিলো?

উত্তরদাতাঃ সব খাওয়া শেষ।

প্রশ্নকর্তাঃ না না বাচ্চারটা?

উত্তরদাতাঃ হ বাচ্চারটাই।

প্রশ্নকর্তাঃ খাওয়ানো শেষ? কয়দিনের জন্য দিছিলো অসুধ?

উত্তরদাতাঃ অসুধ দিছে এক সপ্তাহ, পনের দিন একমাস একটা দিছে একমাস।

প্রশ্নকর্তাঃ একমাস? তো এখনো কি খাওয়াচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ হ। যেইডা আছে খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। এমিক্স না এমিক্সেফ দিছে না? ই এম আই এক্স ই এফ হ্যাঁ। এমিক্সেফ দিছে এইটা না? ই এম আই এক্স ই এফ। এমিক্সেফ। আর এইটা একটা এন্টোবায়েটিক বলতেছেন না? এইটা কতক্ষন পর পর খাওয়াইতে বলছিলো আপা?

উত্তরদাতাঃ ঐযে ঐটা এন্টোবায়েটিক আর এইটা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা করটন সি ও আর টি এন হ্যাঁ করটন দিছে। করটন তো এইগুলা কয় বেলা খাওয়াইতে বলছে?

উত্তরদাতাঃ দুই বেলা। এইটা সকাল রাত দুই বেলা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ আর এইগুলা?

উত্তরদাতাঃ এইটা তিন বেলা।

প্রশ্নকর্তাঃ তিন বেলা।

উত্তরদাতাঃ আর ঐ দুইটা দেখছেন না?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ঐটা দুই বেলা।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐগুলা দুই বেলা? মানে টোফেন আর পিউরিফেনটা দুই বেলা আর এই যে এন্টোবায়েটিকটা হচ্ছে দুই বেলা দিবেন না? কয় দিনের জন্য দিছিলো আপা?

উত্তরদাতাঃ এক সপ্তাহ।

প্রশ্নকর্তাঃ এক সপ্তাহ? খাওয়াইছেন পুরাটা?

উত্তরদাতাঃ এক সপ্তাহ যা শেষ অইয়া গেছেগা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তারপরে পনের দিন আছে আবার এক মাস আছে ঐডা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐযে খাচ্ছে?

উত্তরদাতাঃ খাচ্ছে।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে যেই অসুধ।

উত্তরদাতাঃ আমি আবার সব সময় যেই রোগেরই হোক ডাক্টারের পরামর্শতে যা অসুধ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ সব অসুধই আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ সব আনেন না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সব আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন আনেন আপা?

উত্তরদাতাঃ আনি মনে করেন আনলে মনে করেন খাইলে যদি ভাল অইয়া যায় আল্লাহর রহমতে আর যাওয়া লাগে না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আবার দেখা গেছে অসুধ খাওয়া বাকি রাখলে ভিতরে অসুখটা থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ। আচ্ছা। তো এখন তো এখনতো সবাই সুস্থ্য আছে আপা না?

উত্তরদাতাঃ এখন আল্লাহ দিলে সবাই সুস্থ্য আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন সবাই সুস্থ্য আছে? তো যদি ধরেন আপনার পরিবারে কেউ এরকম অসুস্থ্য হয়ে যায় তাহলে আপনি বুঝতে পারেন যে সে অসুস্থ্য?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন আপনার স্বামী বা আপনি যদি অসুস্থ্য হন বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ বুঝতে পারি।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে বুঝেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ বুঝি অসুস্থ্য জ্বর আইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ খাওয়া দাওয়া করতে পারে না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু।

উত্তরদাতাঃ অ্যা অন্য রকম ই

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে অন্য রকমে মানে কি করে?

উত্তরদাতাঃ অন্য রকমে এই যে শরীর ব্যাথা করে, জ্বর আনে, ঠান্ডা লাগে, কাশে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তাতে আমি বুঝতে পারি

প্রশ্নকর্তাঃ আর আপনার যদি বাচ্চা, ছেলে অথবা ছেলের বউ অসুস্থ্য হয়?

উত্তরদাতাঃ হেরা অসুস্থ্য হইলে তো ঐযে ঠান্ডা লাগছে বউর।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা লাগছে, নাক দিয়া পানি পড়ে। কাশি করে

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইটা কি দেইখাই বুঝেন যে কি হইছে?

উত্তরদাতাঃ হ, দেইখাই বুঝি।

প্রশ্নকর্তাঃ দেইখাই বুঝেন? না কি জিঙ্গেস করেন?

উত্তরদাতাঃ না দেইখা বুঝি। আবার এরাও বলে মা আমার এই সমস্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা বলে। আর যখন নাতির হয় তখন?

উত্তরদাতাঃ নাতির ঠান্ডা অইলে তো কান্নাকাটি করে খায়না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এর পরে গলা গের গের করে। বুকে ....২৩:৪৮.... করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ তাইলে বুঝতে পারি হে অসুস্থ্য।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা তাইলে ধরেন আপা যদি কেউ মানে অসুস্থ্য হয় হ্যাঁ তাহলে প্রাথমিক ছোটখাট চিকিৎসার জন্য আপনারা কাথায় যান?

উত্তরদাতাঃ এই যে ইয়া এর কাছে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐযে কি যেন নাম বলছিলেন না? 'শ'?

উত্তরদাতাঃ শ'।

প্রশ্নকর্তাঃ শ'? উনি কি অসুধ বিক্রি করে? উনার কি ফার্মেসিটার নাম বলতে পারবেন?

উত্তরদাতাঃ না.....২৪:০৭.... আমি এতো কিছু কইতে পারুম না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো এইখানে যে যান আপা, উনি তো অসুধ বিক্রি করে না? মানে

উত্তরদাতাঃ এহনে ওনার ইয়ে আবার অন্য ডাক্তার এম বি বি এস ডাক্তারও বসে। কিন্তু আমরা আবার যাই না

প্রশ্নকর্তাঃ এম বি বি এস এর কাছে যান না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐযে শ' ডাক্তার যিনি অসুধ বিক্রি করে?

উত্তরদাতাঃ এনে সাপ্তায়। হ সাপ্তায় ঐ ডাক্তার বসে।

প্রশ্নকর্তাঃ এম বি বি এস?

উত্তরদাতাঃ এম বি বি এস।

প্রশ্নকর্তাঃ বসে? আচ্ছা আচ্ছা ঐযে শফিক ডাক্তার বা যা অসুধ বিক্রি করে ফার্মেসির দোকানে অসুধের দোকানে। ঐখানে যে যাইতে হইবো আপনার পরিবার থেকে এই স্বিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ আমি নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন নেন আপা ঐখানে?

উত্তরদাতাঃ আমি নেই মনে করেন অনেক সময় দেখা গেছে টাকা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ বাকি আনতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ যে আজকে টাকা কম তাইলে অসুধ আনি বাকি আবার পয়সা আইলে দিয়া আহি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। মানে এইটা একটা সুবিধা যে বাকিতে আপনে অসুধ আনতে পারতেছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা একটা লাভ? আর কি লাভ? কোন কারণ আছে?

উত্তরদাতাঃ আর কারণ এই অসুধ খাইলে ভাল অয় এই।

প্রশ্নকর্তাঃ অসুধ খাইলে ভাল অয়? মানে কোন অসুধগুলা ভাল?

উত্তরদাতাঃ আমি সব দোকান থিকা আনি না যেই দোকান থিকা আনি এক দোকান থিকা অসুধ আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ এক দোকান থিকা আনেন?

২৫ মিনিট (২৫:০০)

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ শ' এর ঐহান থিকা আনেন?

উত্তরদাতাঃ শ'র কাছ থেকে

প্রশ্নকর্তাঃ মানে একটা হচ্ছে যে অসুধ বাকিতে আনতে পারেন এইটা একটা সুবিধা বললেন আর কোন সুবিধা কি আছে আপা?

উত্তরদাতাঃ না এর মধ্যে আর কোন সুবিধা নাই। মনে করেন চিনা পরিচিত থাকলে বাকি টাকি আনতে পারি। আমরা অনেক বছর থাকি এই জায়গায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ছোট থিকা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এই জায়গায় আমার স্বামীর জন্মস্থান।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমার ছেলেমেয়েগো সব

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ .....২৫:১৯.....জন্মই এই জায়গায় ছোট থিকা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ অনেক বৎসর থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো উনার পড়াশুনা কি ডাক্তারের লাইনে কোন পড়াশুনা আছে যিনি অসুধ বিক্রি করেন?

উত্তরদাতাঃ আমি বলতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ খরচ কেমন হয় আপা অসুধ আনতে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার?

উত্তরদাতাঃ এই মনে করেন রোগ বুইজ্জা অসুধ মনে দুইশ আড়াইশ।

প্রশ্নকর্তাঃ দুইশ আড়াইশ টাকা লাগে?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আর ঐযে বড় হাসপাতালে গেলে ঐখানে?

উত্তরদাতাঃ ঐখানে গেলে আমার পাঁচ ছয়শ টাকা খরচ।

প্রশ্নকর্তাঃ পাঁচ ছয়শ টাকা খরচ ভিজিট টিজিট লইয়া?

উত্তরদাতাঃ ছয় সাতশ টাকা লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ ছয় সাতশ টাকা যায়? আর এখানে দুইশ কত বলছেন?

উত্তরদাতাঃ হু ঐ জাগার অসুধ না খাইলে আমার ভাল অয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল অয় না? আর কাছেরটায় গেলে খরচ কেমন আপা?

উত্তরদাতাঃ কাছেরটায় গেলে মনে করেন রোগ বুইজ্জা দেহা গেছে একশ টাকার অসুধ আনন লাগে আবার দুইশ আড়াইশ।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন কোন সমস্যা কি হয় মানে কাছেরটাতে গেলে? অসুধ আনতে

উত্তরদাতাঃ না। কোন সমস্যা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ বা ডাক্তার দেখাইতে গেলে?

উত্তরদাতাঃ না কোন সমস্যা হইলে আবার হেরে জানাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ যে এই সমস্যা অইছে। পরে এলা অসুধ পাল্টান লাগলে পাল্টাই।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে জানান?

উত্তরদাতাঃ যানাই হের কাছে যাই?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা কিভাবে যান?

উত্তরদাতাঃ ঐ অসুধ নিয়া যাই। আমি নিয়া যাই। রোগী সাথে নিয়া যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ নিয়া অসুধ খাইয়া তো ভাল অইলো না ভাই এই সমস্যা দেহা গেছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ পরে উনি আবার অসুধ পাল্টাইলে পাল্টায়া দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ আর নাইলে অন্য অসুধ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ পুরান অসুধগুলা রাখে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ পুরান অসুধ রাইখ্যা ঐডির মধ্যে আবার নতুন অসুধ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। ধরেন আপনার স্বামী বা আপনার ছেলে বা বউ বা নাতি অসুস্থ্য হলো তাইলে এই যে ডাক্তারের কাছে যে যান তাইলে

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ সাথে কে যায়?

উত্তরদাতাঃ আমি যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ সব

উত্তরদাতাঃ সব জায়গায় আমিই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ সব জায়গায় আপনি? কেন যান?

উত্তরদাতাঃ আমি যাই আমার ছেলে মেয়ে আমার বউ পরিবার।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমি সংসারের দায়িত্ব আমার।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ টাকা পয়সা যা লাগে আমার দেওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কোন জায়গায় কি লাগে না লাগে সব আমার কিচ্ছু করা লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আপনে আপা করেন না কিন্তু

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে এই যে আপনি তো ধরেন খালা আয় করেন না আপা হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ আয় করি না মনে করেন দেহা গেছে আমার কষ্ট কইরা চলতে অয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমার নাতির অসুখ অইবো। হের পরে বাই চান্স সমস্যা অইয়া গেলেগা হেই হিসাব কইরা ই করি খরচ করি।

প্রশ্নকর্তাঃ খরচ করেন। তাইলে এই যে সিদ্ধান্তগুলা যে আপনে নেন ধরেন যিনি আমরা দেখছি যে আয় করে সেই সিদ্ধান্ত নেয় যে আমি আয় করি আমি পরিবারের কর্তা আমি নেই।

উত্তরদাতাঃ না আমি পরিবারের কর্তা। যা আয় অয়

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ আমারে সব আমার সংসারে খরচ অয়

প্রশ্নকর্তাঃ না

উত্তরদাতাঃ আর ছেলে পেলের পাছে নাতি পুতির পাছেই খরচ অইয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। খরচ হয়ে চলে যায়?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাতো যাবেই। আমি বলতেছি ডিসিশন নেওয়ার বিষয়টা মানে আপনি কেন করেন? আরোতো

উত্তরদাতাঃ আমি কেন করি দেহা গেছে আমি বাজার করি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ অল্প টাকায় বাজার করতে পারি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমার স্বামী বাজারে গেলে অল্প টাকায় বাজার করতে পারে না। ছেলে সময় পায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন পারে না?

উত্তরদাতাঃ এই জন্যেই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে। তা এখন যেইটা বলতেছিলাম আপা যে ধরেন পরিবারের মানে সর্বশেষ মানে কে গেছিলো? ঐযে ফার্মেসি যেইটাতে।

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐহানে কে গেছিলো সর্বশেষ, লাষ্ট কাকে দেখাইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ উনারেই দেখাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কারে?

উত্তরদাতাঃ উনারে আমার ছেলে মেয়েগো দেহাই।

প্রশ্নকর্তাঃ না না না। সর্বশেষ, লাষ্ট বার কে কারে দেহাইছেন?

উত্তরদাতাঃ লাষ্ট বার যাই নাই। লাষ্টে বার নাতিরে গেছিলাম নাতির অসুধ ওর অসুধ খাইয়া ভাল অয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ পরে ঐ আইচিতে গেছি

প্রশ্নকর্তাঃ মানে উনার অসুধ খাওয়াইছিলেন কত দিন আগে?

উত্তরদাতাঃ খাওয়াইছি প্রায পনের বিশ দিন আগে।

প্রশ্নকর্তাঃ পনের বিশ দিন আগে? যখন ভাল হয় নাই তারপরে?

উত্তরদাতাঃ না উনিই বলছে। উনিই বলছে আপনে শিশু ডাক্টারের কাছে যান।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐযে ঐ কি নাম যেন উনার শ' ডাক্টার?

উত্তরদাতাঃ শ' ডাক্টার।

প্রশ্নকর্তাঃ শ' ডাক্টারে বলছে আপনে শিশু ডাক্টারের কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ। শিশু ডাক্টারের কাছে যান। কারণ অরে তো সব সময় শিশু ডাক্টার দেহাই এজন্য আর কি ঐ অসুধ থাকে না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এর লিগা হে বলে শিশু ডাক্টার দেখান।

প্রশ্নকর্তাঃ শিশু ডাক্টার দেখাতে বলে? তাহলে তো আপা আপনারাতো এইটা বুঝেন যে এই শফিক ডাক্টারের কাছে গেলে ভাল হচ্ছে না। আলটিমেটলি বড় ডাক্টারের কাছে বা এই

উত্তরদাতাঃ যাই

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে আপনে তার কাছে কেন? না ঐটাতো পরে গেছিলেন সেকেন্ড টাইম যহন।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ সময় গেছি হাতে টাকা ছিলনা। ঐসময়।

উত্তরদাতাঃ টাকা ছিল না? এই সময়?

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে মানে এই আপনদের যে অসুধ কেনা এইটা কি সব সময় কষ্ট হয় টাকা পয়সার জন্য? কেনা বা

উত্তরদাতাঃ হ কষ্ট তো অয়ই মনে করেন বাজার কম খাওন লাগে। দেহা গেছে আইজকা বাজার কম খাইলাম ঐ টাকা দিয়া অসুধ আনলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ অন্য দিক দিয়া কষ্ট করা লাগে এইটাই আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা তো এইটাই অসুখ বিসুখে সাধারন অসুধ যেরকম পাওয়া যায় সাধারন অসুখের অসুধ কি পাওয়া যায় এইখানে?

উত্তরদাতাঃ হু পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতাঃ হু পাওয়া যায়। সব ধরনের অসুধ আছে। সব ধরনের অসুধ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা। মানে উনি

উত্তরদাতাঃ অসুধ সব আমি উনার কাছ থিকা আনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ উনার কাছ থিকা? ঐযে আপা প্রথম দিকে বলতেছিলেন অনেক অসুধ আছে এইখানে পাওয়া যায় না তখন?

উত্তরদাতাঃ দু একটা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ দু'একটা না পাওয়া গেলে হেসুম হেই জায়গা থিকা নিয়া আসি সব।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন জায়গায়? কোন জায়গায় থেকে?

উত্তরদাতাঃ হেই বাংলাদেশ মেডিকেল।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কোন জায়গায় স্টেশন রোড না কোন জায়গায়?

উত্তরদাতাঃ এইডা এই উত্তরা ....বিল্ডিং নাইমা পরে যাওন লাগবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা .. বিল্ডিং?

উত্তরদাতাঃ আইতে যাইতে দশ টাকা ভাড়া। বিশ টাকা ভাড়া লাগে আইতে যাইতে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। কিভাবে যান এইখান থেকে?

উত্তরদাতাঃ এইহান থিকা .. থিকা টেম্পু।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ ইষ্টিশন রোড নামি ইষ্টিশন রোডে থিকা বাসে যাই পাঁচ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। এইখান থেকে পাঁচ টাকা না?

উত্তরদাতাঃ হ আইতে যাইতে বিশ টাকা যায়গা।

প্রশ্নকর্তাঃ বিশ টাকা যায়গা আচ্ছা। তো আপা এখন যেইটা জানতে চাইছিলাম যে এন্টোবায়েটিক আমরা যে বার বার বলি এন্টোবায়েটিক এখানে আমরা

উত্তরদাতাঃ হ এন্টোবায়েটিক ও পাওয়া

প্রশ্নকর্তাঃ যেমন ধরেন কি যে এ এমি এমিক্স না এমিক্স এই যে ই এম আই এস সি এক্স হ্যাঁ তো এই যে এই

উত্তরদাতাঃ অসুধ পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু বাচ্চারা যে দেখাও

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ দেখার লাইগা আর কি ঐদিকে যাওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐদিকে ডাক্তার দেখাইতে?

উত্তরদাতাঃ এ্য ওআইচি হাসপাতাল

প্রশ্নকর্তাঃ তো এখন যেইটা বলতে চাইতেছিলাম আপা ধরেন এই যে এন্টোবায়েটিক আমরা যে বার বার বলি এন্টোবায়েটিক

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ এই জাতীয় অসুধ এই টা একটা এন্টোবায়েটিক।

উত্তরদাতাঃ এইটাই তো বেশী চলে।

৩০ মিনিট (৩০:০০)

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি। তো এই এন্টোবায়েটিক জিনিসটা আসলে কি একটু বুঝায়া বলতে পারবেন?

উত্তরদাতাঃ এইডা জিনিস এইডা দেহা গেছে খাইলে অনেক সময় তারাতারি ভাল অইয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল হয়ে যায়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার লাভ সুবিধা? এন্টোবায়েটিক অসুধটা কি? মানে এইটার লাভ সুবিধা

উত্তরদাতাঃ বেশি পাওয়ারের।

প্রশ্নকর্তাঃ পাওয়ারের?

উত্তরদাতাঃ এইটা বেশী খাওয়াইলেও সমস্যা। এলা যেই নিয়ম করে নিয়মমতো খাওয়ান লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ খাওয়া লাগে? মানে এইখানে নিয়মটা ধরেন আপনাকে যে বললো নিয়ম সাত দিন খান বা এক মাস খান।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ। ঐ নিয়মেই খাওয়ান লাগবো।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন ঐ নিয়মেই খাইতে হইবো?

উত্তরদাতাঃ ঐ নিয়মে খাওয়াইলে অসুখ ভাল হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ ঐ নিয়মে খাওয়াইলে আমাগো কোন সন্দেহ থাকেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের পরামর্শমতো খাইলাম। ডেইলি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আর যদি নিয়ম মাফিক আপনে না খান তাইলে কোন সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ কি হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ দেখা গেছে একবেলা এখন খাইলাম। নিয়ম দিছে তিন বেলা

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আইজকা খাওয়াইলাম না কাইলকা খাওয়াইলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ তাইলে আইজকে যদি না খাওয়াই তাইলে এই ঐযে প্রথমবার যেইহান থিকা শুরু অয় হের কাছে যায়গা।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে যে

উত্তরদাতাঃ বাইরা যায় গা।

প্রশ্নকর্তাঃ যেইখান থিকা শুরু অইছে মানে বুঝি নাই?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন আপনের অসুধটা শুরু থিকা অসুধটা খাওয়াইতাছেন।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ তাহন শুরু থিকা যদি আপনে অসুধটা নিয়ম মতো না খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ দুই দিন এক দিন বাদ দেই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ তাইলে অসুদ টা আবার বাইরা গেলগা।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে যত

উত্তরদাতাঃ অসুখটা বাইরা গেল গা।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে যতটুক ছিল ওর থেকে বেরে যাচ্ছে?

উত্তরদাতাঃ বেড়ে যাইতেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ বেড়ে গেলে ক্ষতি কি?

উত্তরদাতাঃ বেড়ে গেলে ক্ষতি না? বেড়ে গেলে মনে করেন আমার অসুখটা আবার বাইড়া গেলগা। আমার বাচ্চার ক্ষতি অইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ কয়েক দিন আমার রোগ পাচ্ছাইয়া গেলগা।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে এক দিন পর যে আবার খাওয়াচ্ছেন তাইলে তো কি বাড়বে তার রোগ?

উত্তরদাতাঃ বাড়বে না তাইলে খাওয়া বাদ দিমু না। নিয়ম মতো খাওয়ামু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এইটা।

উত্তরদাতাঃ এর লিগা নিয়ম আর অনিয়ম করিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা। তো ধরেন কেউ যদি নিয়মমাফিক অসুধ না খায় তাইলে তার কি সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ তার সমস্যা একটাই ঐযে আবার এক দিন পিছে পইড়া গেল রোগটা।

প্রশ্নকর্তাঃ রোগটা পিছে পইড়া গেল? পিছায়া গেল?

উত্তরদাতাঃ এইটাই।

প্রশ্নকর্তাঃ একটা লাভ? আর মানে মানে কোন ধরণের অসুধ, অসুস্থ্যতা, এন্টোবায়েটিক ভাল করে? কি কি রোগের জন্য এন্টোবায়েটিক? কি কি রোগ হইলে এন্টোবায়েটিক দিলে ভাল হয়?

উত্তরদাতাঃ কি মনে করেন অনেক সোম দেহা গেছে ব্যাথা টেথা

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি ব্যাথা

উত্তরদাতাঃ এর লিগাই বেশী দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আবার ব্যাথা কম থাকলে দেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ প্রেসার এর সমস্যা অইতে পারে অন্য অসুদে।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কি অসুবিধা?

উত্তরদাতাঃ আর কি আমি এতো কিছু কইতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন একটা হইতেছে যে যখন আপনার জ্বরের জন্য আপনার বাচ্চার আনছেন এন্টোবায়েটিক, ব্যাথার জন্য দিছে এন্টোবায়েটিক। আর কি কি রোগ আছে যে এন্টোবায়েটিক দেয়? আর কি অসুখ হইলে?

উত্তরদাতাঃ আর কি এই ব্যাথা টেথা ই তো।

প্রশ্নকর্তাঃ ব্যথার দেয়, জরে দেয় আর কি বলতে পারবেন?

উত্তরদাতাঃ আমি এতো কিছু কইতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন কারো যদি এক্সিডেন্ট হয় বা

উত্তরদাতাঃ হ এক্সিডেন্ট হইলে, এক্সিডেন্ট

প্রশ্নকর্তাঃ বা আপারেশন হইলে?

উত্তরদাতাঃ আপারেশন হইলে এক্সিডেন্ট হইলে

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলি দেয়?

উত্তরদাতাঃ আবার দেয় দেহা গেছে মনে করেন কাইট্টা কুইট্টা গেলেগা সিলাই দেওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি জ্বি।

উত্তরদাতাঃ তো ছয় মাসের আগে একটা সিলি ছয় মাসের.....৩২:২৫.....

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ছয় মাসের ডেট থাকে? এটাই ও আচ্ছা হ্যাঁ। এটা? আর যেটা বলতেছি এন্টোবায়েটিক খাওয়ার কোন নিয়ম আছে কোন কি নিয়মে খাইতে হয় যে ডাক্তাররা যে দেয় কয় দিনের জন্য দেয় কয় বেলা খাইতে বলে?

উত্তরদাতাঃ সাত দিনের জন্য দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ বেশির ভাগ তো সাত দিনের জন্যই দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ সাত দিন?

উত্তরদাতাঃ সাত দিনের দেয়, তিন দিনের দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা দিনে কয় বেলা খাইতে বলে?

উত্তরদাতাঃ দিনে দুই বেলা।

প্রশ্নকর্তাঃ দুই বেলা? তাইলে এইটা কি একটা সময় আছে? নির্দিষ্ট সময় .....৩২:৪৯.....?

উত্তরদাতাঃ না না। টাইমমতো খাইতে বলে।

প্রশ্নকর্তাঃ টাইমমতো?

উত্তরদাতাঃ সকালে, রাত্রে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এই যে বলতেছিলেন কিছুক্ষন আগে যে টাইমমতো খাইলো না।

উত্তরদাতাঃ দেহা গেছে এক সময় ভুল অইয়া গেল আবার পরে খাইলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ খাইলেন? কিন্তু ঐযে খাইলেন না তখন তো কি রোগ বাইরা যাইতেছে।

উত্তরদাতাঃ হ তখন তো না খাইলে তো, রোগডা আে আগ্যাইয়া আইবো? আবার পিছ্যাইয়া গেলগা।

প্রশ্নকর্তাঃ পিছ্যাইয়া গেলগা মানে আমি তো।

উত্তরদাতাঃ আমি ডাক্তারে যেই অসুদ দেয় সব অসুদ আমি নিয়মমতো বাচ্চারও খাওয়াই .....৩৩:১৫.....আমি নিজেও খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ নিজেও খান?

উত্তরদাতাঃ হ এইডার দিকে আমি সতর্ক।

প্রশ্নকর্তাঃ সতর্ক থাকেন না? মানে আপনার নাতির ক্ষেত্রেও

উত্তরদাতাঃ হ সবার

প্রশ্নকর্তাঃ বা আপনার ছেলের বৌ অথবা।

উত্তরদাতাঃ দেহা গেছে বউ একবেলা খাওয়াইলো না। রাগারাগি করি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ বা নিজে খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ খুবই ভাল জিনিস আপা এইটা।

উত্তরদাতাঃ অসুধ নিয়া আমিই করি এইডা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো এই এন্টোবায়োটিকটা আপা শরীরে ঢুকে, ঢুকে ও কিভাবে কাজ করে? ও কি করে?

উত্তরদাতাঃ ও আস্তে আস্তে কাজ করে।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কার বিরুদ্ধে কাজ করে মারার রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে? রোগেরে কি করে ধরেন একটা মানুষ জীবানু বা রোগ ঢুকলে এন্টোবায়োটিক খাইলেন খায়া এন্টোবায়োটিকটা কি করে যাইয়া?

উত্তরদাতাঃ এ্য মনে করেন যারা শরীর সমস্যা বেশী রোগ জিবানু বেশী অইলো

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যাইয়া কাজ করে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো তহন এন্টোবায়োটিকটা খাইলে কি করে?

উত্তরদাতাঃ এইডা অনেক সময় দেহা যায় যে শরীরডা ঘামে। শরীরডা অস্থির লাগতাছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ ঘামতাছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তারপরে শরীরডা .....৩৪:০০.....

প্রশ্নকর্তাঃ তার একটা প্রভাব যহন শরীরে পড়ে তহন এই জিনিসগুলা হয় আর কি।

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ এছাড়া এন্টোবায়োটিক মানে শরীরে ঢুকে কার বিরুদ্ধে কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ এ্য রোগের বিরুদ্ধে।

প্রশ্নকর্তাঃ রোগের বিরুদ্ধে? কি করে রোগকে কি করে?

উত্তরদাতাঃ এ এতো কিছু আমি কইতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো এন্টোবায়োটিক আপা বেশীরভাগ সময় এন্টোবায়োটিক যে আনেন এইটা কোথা থেকে আনেন? পাশে এই যে ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ পাশের ডাক্তারের থেকে আনি আবার টাকা থাকলে যাই এই ডাক্তারের থেকে আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ বেশীরভাগ সময় কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ বেশী বাংলাদেশ মেডিকেল থিকা আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ মেডিকেল থেকে? আচ্ছা। ঐখান থিকা কেন আনেন আপা?

উত্তরদাতাঃ ঐখান থিকা কেন আনি দেহা গেছে অনেক সময় এই সব জায়গায় অনেক সময় একটা অসুধ থাকে না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ঐ জায়গায় সব অসুধ পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ তাইলে ঐজায়গা থিকাই সব অসুধ আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা দাম কেমন অসুধের?

উত্তরদাতাঃ ঐগুলি দাগ মনে করেন পাঁচ ছয়শ টাকা লাগে। প্রতিবারই পাঁচশ টাকা লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ প্রতিবারেই পাঁচ ছয়শ টাকা লাগে?

উত্তরদাতাঃ হু। যা পরীক্ষা মুরিক্ষা করলে বেশী লাগে আরো।

প্রশ্নকর্তাঃ পরীক্ষা করলে বেশী লাগে? আচ্ছা এন্টোবায়োটিক কেনার জন্য কোন প্রেসক্রিপশন লাগে? আমারে যে দেখাইলেন এই যে প্রেসক্রিপশন এইগুলা লাগে?

উত্তরদাতাঃ হু এইগুলা নিয়া আবার টিকেট কাইটা

প্রশ্নকর্তাঃ না এইটা সব সময় কি লাগে আপা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সব সময় এইটা নিয়া যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা লাগে?

উত্তরদাতাঃ এইটা নিয়া গেলে মনে করেন এইডা দেইখ্যা হেরা

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা তো হচ্ছে এইযে আপনি উত্তরাতে যখন যাইতেছেন?

৩৫ মিনিট (৩৫:০৩)

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ এই অধুনিক মেডিকেল

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে গেলেও আমি এইডা নিয়া যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ নিয়া যান? আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারে না দেইখ্যা আমারে অসুধ দেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা না দেখে?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আর নাতি আপনার নাতির ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতাঃ .....৩৫:০৯.....অনেক সমস্যা আপনারে কাগজ না দেইখ্যা অসুধ দেয়া যাইবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা । আপনার নাতির ক্ষেত্রে বা ধরেন আপনার?

উত্তরদাতাঃ সবারই, সবারই যেই কাগজ দেয় ডাক্তার প্রথম যেই ডাক্তারের কাছে কাগজ দেয় হেই লইয়াই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আর এই ইয়ের ক্ষেত্রে এই যে আপনার স্বামী বা নাতি বা আপনার?

উত্তরদাতাঃ আমার স্বামী আমার বেশী .....৩৫:২৫..... যাওয়া লাগে না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আপনার নাতির ক্ষেত্রে কি এরকম প্রেসক্রিপশন দেয়, দেয়?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আর শ' ডাক্তারের কাছে যখন এন্টোবায়োটিক আনেন

উত্তরদাতাঃ হের কাছে গেলেও এই কাগজ নিয়া যাই। সব কাগজ নিয়া যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাতো অসুধ কেনার জন্য আপা

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ যখন ওর কাছে প্রথমে যান এ্য বা বড় হাসপাতালে না গিয়ে প্রথম শফিককে গিয়ে বলেন যে দেখান

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ দেখাইলে ও অসুধ দেয় এক দিন দুই দিন বা তিন দিনের

উত্তরদাতাঃ আর যাই না।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন কি সে প্রেসক্রিপশন দেয় মানে লিখে দেয়?

উত্তরদাতাঃ হ লেইখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কোথায়?

উত্তরদাতাঃ এই অসুদ দিলাম এইডা এই কয়বার খাওয়াইবেন।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে

উত্তরদাতাঃ একটা না করলে ছোট্র একটা কাগজ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ ঐ কাগজে লিখে দেয়?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ মানে প্রতিবারই লিখে দেয় ডাক্তার এরকম?

উত্তরদাতাঃ না প্রতিবার লেখে না।

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম ডাক্তারের মতো লেখে দেয়?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম লেখে দেয়না? মানে তাইলে কি ভাবে দেয়?....৩৬:০৩....

উত্তরদাতাঃ মনে করেন হে লাগলে দেয় আর না লাগলে লেইখ্যা দেয় এইডা দিলাম এই কয় দিন খাওয়ান গা।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে অসুধের গায়ে বলতেছেন লিখে কাগজে দেয়?

উত্তরদাতাঃ কাগজে লেখে না। অসুধের বাক্সের ভিতরে লেইখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা বাচ্চার ক্ষেত্রে তো সিরাপের ক্ষেত্রে লিখে দেয় আর বড়দের ক্ষেত্রে? বড়দের ক্ষেত্রে কি করে?

উত্তরদাতাঃ বড়দের বেলায়ও গায়ে লেইখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ গায়ে লেইখা দেয়?

উত্তরদাতাঃ অসুধের পিছনে লেইখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কেটে দেয় বলতেছিলেন এক জায়গায়। কোথায় কেটে দেয়?

উত্তরদাতাঃ কাইট্যা দেয় অহন ধরেন সাধারন আমি দুই দিনের অসুধ আনলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ এই দুই কোন কাইট্যা দিবো দুই বেলা খাইলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ ঐটা একটা চিহ্ন মানে দুই কোনা কাটলে মানে

উত্তরদাতাঃ দুই বেলা।

প্রশ্নকর্তাঃ দুই দিন?

উত্তরদাতাঃ দুই দিন না। দুই বেলা।

প্রশ্নকর্তাঃ দুই বেলা?

উত্তরদাতাঃ দুই বেলা হ এই কয় দিন খাইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ ও ওআচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এইডা বুজাই দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ও সুন্দর জিনিস এইটা আমার জানা ছিলনা আপা একটা নতুন জিনিস জানলাম ভাল লাগলো তো আপনি?

উত্তরদাতাঃ এই যে দেহেন আমার এইডা দুই বেলা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ দুই কোনা কাইটা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ দুই কোনা কাইটা দিছে, না?

উত্তরদাতাঃ সকালে একটা রাত্রে একটা।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা আচ্ছা। খুবই সুন্দর।

উত্তরদাতাঃ এই আমি লেখাপড়া জানিনা আনেক সময় দেহা গেছে পিছে লেইখ্যা দিল.....৩৬:৫৫..... ।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি জ্বি

উত্তরদাতাঃ এর জন্য আমি বলি কোনা কাইট্যা দেন।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আপনি নিজেই বলেন?

উত্তরদাতাঃ আমি নিজেই।

প্রশ্নকর্তাঃ নিজেই বলেন না কি ও নিজ থেকেই উনি নিজ থেকেই?

উত্তরদাতাঃ না আমি কই। ভাই আমারে কোনা কাইট্যা দেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এই যে এইটা একবেলা। কোনা কাইটা দিছে সারাদিন রাত্রে একটা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো আপা যেইটা হচ্ছে যে এন্টোবায়োটিক তো অনেক দিন ধরেই অনেক বছর ধরেই খাচ্ছেন এন্টোবায়োটিক খাইতেছেন বা খাইছেন হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ যখন দরকার এন্টোবায়োটিক তখনই খাই যখন দরকার হয় না তখন না।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন একটা নির্দিষ্ট এন্টোবায়োটিক এর প্রতি আপনার কোন দুর্বলতা আছে যে ভাল লাগে এই অসুধটা খাইলে আমার ভাল লাগে এন্টোবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃ না কোন দুর্বলতা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য মানে

উত্তরদাতাঃ আর কি ডাক্তার আমারে যেই পরামর্শ মতো অসুধ দেয় ঐ পরামর্শমতোই আমি খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ নিজেন কোন পছন্দ আছে এন্টোবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃ না না না নিজের নাই। আমি নিজে সকখনো খাইনা ডাক্তারের পরামর্শতেই অসুধ খাই ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো শেষ বার যে অসুধ দিছিলো এইগুলা বাচ্চাই শেষবার মানে

উত্তরদাতাঃ হ এইটার পর আর অসুধ আসনি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার পর আনেন নাই? এইটাই শেষ?

উত্তরদাতাঃ আনা লাগে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ কি অইছিলো বাচ্চার আপা বলতেছিলেন?

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা লাগে, বুকের ভেতর গেরগের করছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কফ জমছিল না কি?

উত্তরদাতাঃ দুই মাস আছিলো

প্রশ্নকর্তাঃ ওহ হো অনেক দিন কষ্ট করছে না? কত দিন ছিলো?

উত্তরদাতাঃ বাড়িতে দেশের বাড়িতে গেছিলো বেড়াইতে।

প্রশ্নকর্তাঃ কত দিন ছিল?

উত্তরদাতাঃ পরায় একমাস ছিল। এক মাস

প্রশ্নকর্তাঃ না না অসুখ কয় মাস ছিল? অসুখটা

উত্তরদাতাঃ অসুখ টা ?

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ অসুখ টা দুই মাস ছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ দুই মাস ছিল? আচ্ছা। বুঝতে পারছি। তো দুই মাসের যে অসুস্থ্যতা মানে দুই মাস

উত্তরদাতাঃ পরে অন্য অসুধ খাওয়াইছি এই অসুধ কাজ অয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ দুই মাস অসুধ খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ হ এক মাস খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এক মাস খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ খাওয়াইছি এর পরে আমি লইয়া আইছি। কই তারাতারি নিয়া আসো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ পরে এই ডাক্টার দেহাইয়া পরে অসুধ আনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ অসুধ আনছেন আচ্ছা। পরে

উত্তরদাতাঃ যেই শিশু ডাক্টার। ঐ শিশু ডাক্টার

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ উনি না দেখলে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ অসুখ ভাল অয়না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো মানে এই যে তাকে চারটা অসুধ দিছিলো চারটা শিশি আপা আমাকে দেখাইলেন এই যে এখানে ....৩৮:২৫.....দিছিলো আর ঐযে এমিক্সিসিলিন ই এম আই এক্স আই আচ্ছা এমিক্সিসিলিন দিছিলো আর ঐযে ইয়া দিছিলো কর্ডাম সি ও আর টি এ এম কর্টাম দিছিলো পিউরোসাল দিছিলো আর ক্লোফেন এই চারটা দিছিলো হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে এন্টোবায়োটিক যে

উত্তরদাতাঃ এই পুরা খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ পুরাটা খাওয়াইছেন না?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। পুরাটা খাওয়াইছেন

উত্তরদাতাঃ এক সপ্তাহ।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইটা কে খাওয়াইছে? বাচ্চার মা খাওয়াইছে না আপনি?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চার মা খাওয়াইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমি সাথে নিছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনে আপনে খেয়াল করছেন এইটা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমি প্রতিবার খেয়াল রাখি ক্যা বাচ্চার মা অনেক সময় খাওয়ায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ভুইলা যায় গা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ কেন?

উত্তরদাতাঃ খেয়াল রাখি না খাওয়াইলে সমস্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। এইগুলা কান জায়গা থেকে আনছিলেন আপা এই অসুধটা?

উত্তরদাতাঃ এইডা এই যে আইচি হাসপাতাল থিকা আনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচি হাসপাতাল থিকা আনছেন?

উত্তরদাতাঃ ঐ ডাক্তারের থিকা আনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা অসুধ কিনে আনছেন ঐখান থেকে?

উত্তরদাতাঃ সব সময় আমি যেই জায়গায় ডাক্তারের কাছে যাই হেই যায়গা থিকাই অসুধ নিয়া আহি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইগুলা কিনার জন্য যে প্রেসক্রিপশন দিছিলো এই কাগজটা লাগছিলো? মানে এই

উত্তরদাতাঃ এইটা দিছিলো কাগজ হ ঐ কাগজ ডাক্তারের দোকানে নিয়া দিতে অয়

প্রশ্নকর্তাঃ পরে ওরা অসুধ দিছে? আচ্ছা। কত টাকার অসুধ কিনছিলেন খেয়াল আছে আপা?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ কত টাকার? কত টাকার কিনছিলেন আপা অসুধ?

উত্তরদাতাঃ অসুধ?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ অসুধ কিনছি

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চার জন্য?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ বাচ্চার জন্য চাইরশ ষাট টাকার।

প্রশ্নকর্তাঃ ষাট টাকার? আর ডাক্তারের ভিজিট কত ছিল আপা?

উত্তরদাতাঃ পাঁচশ টাকা

প্রশ্নকর্তাঃ পাঁচশ টাকা? অনেক বড় ডাক্তার মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ অনেক বড় ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তাঃ কিসের ডাক্তার উনি?

উত্তরদাতাঃ হেয় শিশু ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তাঃ শিশু বিশেষজ্ঞ?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ বাইরে থিকা হেয় পাশ কইরা আইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো অসুধের জন্য আপা আপনার কাছে কি মনে হয় যে অসুধের দাম কি বেশী না কম?

উত্তরদাতাঃ না ঐ জায়গায় কমই নেয় না বেশী নেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ না না আমি বলতেছি যে মানে সাধারন মানুষ হিসেবে। মানুষের তো কেনার ক্ষমতা সবার এক না কেনার অসুধ কেনার তাইলে

উত্তরদাতাঃ অসুধের দাম তো বেশীই

প্রশ্নকর্তাঃ মানে বেশীই না এখন যে বাজারে অসুধগুলা পাওয়া যায় এন্টোবায়োটিক

উত্তরদাতাঃ এহনে বাড়ছে অসুধ। আগের থিকা এহন অসুধের দাম বাড়ছে।

প্রশ্নকর্তাঃ বাড়ছে? তা এইটাতে উপকার হইছে না আপনাদের ক্ষতি?

উত্তরদাতাঃ আবার দেহা গেছে বেশী অসুধ আনলে এইডা আবার ইয়া আছে।

৪০ মিনিট (৪০:০০)

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি। কি আছে?

উত্তরদাতাঃ এই পঞ্চাশ টাকা বা একশ টাকা

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ বেশী অসুধ আনলে পঞ্চাশ টাকা একশ টাকা পঞ্চাশ টাকা একশ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ কম নেয়? মানে বেশী কিনলে?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপা

উত্তরদাতাঃ এইটাতো আমি সাতশ আটশ টাকার অসুধ কিনলাম একশ টাকা কম দিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ একশ টাকা কম দিলেন? এইটা কি সম্মান করে?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ মানে সম্মান করে। আচ্ছা আচ্ছ। তো যেইটা বলতেছিলাম আপা যে আপনার এই যে অসুধগুলা দিছিলো সবগুলা অসুধ যে কিনছেন মানে কিনতে গিয়ে তখন অনেকগুলা টাকা গেছে। পাঁচ ছয়শ টাকা ধরেন ভিজিট নিছে এবং

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এক হাজার টাকা বার শ টাকা নিয়া গেছে

প্রশ্নকর্তাঃ বার শ টাকা খরচ হইছে?

উত্তরদাতাঃ এরপরে গাড়ি ভাড়া আছে একশ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ সব গেছে তা এখন এন্টোবায়োটিক অসুধের যে দাম আপা এইটা কি বেশী না কম?

উত্তরদাতাঃ এহন অসুধের দাম যেটুক এটুক তো কিনাই লাগবো।

প্রশ্নকর্তাঃ না বাজারে যেইটা আছে ঐটা কি বেশী হইলে আছে না যে

উত্তরদাতাঃ না না বাজারে

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল হয়?

উত্তরদাতাঃ না অহন যেই চলছে এই ইয়াই

প্রশ্নকর্তাঃ না সেইটাতো বুঝছি আপা দাম?

উত্তরদাতাঃ আগেরতে একটু বাড়ছে সব অসুদের দাম বাড়ছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা বাড়াতে আপনাদের কি একটু সমস্যা হইছে না কি সমস্যা

উত্তরদাতাঃ তা বাড়াতে তো সমস্যা অইবোই সব দোকানে অসুদের দাম বাড়ছে সব জায়গায় বাড়ছে

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাদের আয় তো কম

উত্তরদাতাঃ আমাদের আয় তো কম

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছ।

উত্তরদাতাঃ আয় কম আবার একখান দিয়া ইয়া করি আবার আরেকখান দিয়া ইয়া করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তা আপা আরেকটু আমার যে অসুধগুলা যে খাওয়াইছিলেন এইটা খাওয়াইয়া কি মানে আপনি খুশি বাচ্চা ভাল হইছিলো?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমি খুশি। আমার বাচ্চা সুস্থ্য, ভাল। ভাল খায়। সুস্থ্য কান্নাকাটি করেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ অসুখ থাকলে কান্নাকাটি করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ অনেক জ্বালা যন্ত্রনা করে অশান্তি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা। আজকে কত দিন ধরে সুস্থ্য আছে?

উত্তরদাতাঃ আজকে এক সপ্তাহ।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এক সপ্তাহ ধরে তার কোন সমস্যা নাই?

উত্তরদাতাঃ না না আল্লাহর রহমতে।

প্রশ্নকর্তাঃ বুকে যে ঘরঘর করতো?

উত্তরদাতাঃ গেছেগা।

প্রশ্নকর্তাঃ চলে গেছে? আচ্ছা আচ্ছা তো ঐটাতো বাচ্চার মা ওরা কাছ থেকে বুঝে আপনে কি মানে এইটা খেয়াল করেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ খেয়াল করি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা লাগলে গলা.....৪১:৩২..... ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ .....৪১:৩৪..... দেখা গেছে গলায় একটা শব্দ হয়। বুকে একটা শব্দ হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। কিরকম শব্দ এইটা?

উত্তরদাতাঃ শব্দ গরগরি শব্দ বুকে গেরগের করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।?

উত্তরদাতাঃ আর বাচ্চা কান্নাকাটি করে।

প্রশ্নকর্তাঃ কান্নাকাটি করে? আচ্ছা। মানে একটা হচ্ছে যে শব্দ হয় একটা কান্নাকাটি করে আর কোন লক্ষন কি বোঝা যায়?

উত্তরদাতাঃ না আল্লাহর রহমতে আর কোন লক্ষন.....৪১:৪৯.....

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো মানে ধরেন এন্টোবায়েটিক অসুধ এ যে কিছু অসুধ আপনার এইখানে আছে দেখলাম আপনি তো নাকি খাচ্ছেন না। আপনার বাচ্চারো কিছু কিছু অসুধ আছে। তো এই অসুধগুলা ভবিষ্যতে ধনের একজনে যে খাইয়া পরে সুস্থ্য হইয়া গেলেন তবে কিছু অসুধ কি এখন ঘরে আছে যে ভবিষ্যতে লাগবো?

উত্তরদাতাঃ না না না আমি এ্যাডভান্স অসুধ রাখি না।

প্রশ্নকর্তাঃ না যেগুলা খাচ্ছেন ঐগুলা কিছু ঘরে রেখে দেন না কি?

উত্তরদাতাঃ এইডা কিছু মনে করেন খাইয়া এক সপ্তাহের অসুধ দিল।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এইডা খাইয়া দেহা গেছে এক সপ্তাহের বেশী খাওয়া যাইবোনা। এইডা ফালায়া দেই।

প্রশ্নকর্তাঃ ফালায়া দেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এখন সব সময় ফালায়া দেন?

উত্তরদাতাঃ হ সব সময় ফালায়া দেই। না লাগলে ফালায়া দেই।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন ফালায়া দেন?

উত্তরদাতাঃ ফালায়া দেই এইডাতো আর লাগবো না। ঘর থাইক্কা গেলে এইডা খাওয়াইলে আবার সমস্যা অইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ সমস্যা অইবো? কি সমস্যা অইবো?

উত্তরদাতাঃ সমস্যা অইবো আবার দেহা গেছে অন্য রোগ বাইরাইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো এইটা কি বাচ্চার ক্ষেত্রে করেন না আপনার নাতির ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতাঃ না বাচ্চার বেলায়।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চার বেলায়? আর আপনার বেলায়?

উত্তরদাতাঃ আমারটাতো আমি পুরা ডোজ খাইয়াই ফালাই।

প্রশ্নকর্তাঃ কই একটা দুইটা একটু একটু করে আছে দু'একটা

উত্তরদাতাঃ একটু একটা আছে একটা এইটা কেমনে জানি ভুলে রইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইটা কি করবেন আপা?

উত্তরদাতাঃ এইটা খাইয়া ফালামু।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এখন আপনার অসুখ তো নাই।

উত্তরদাতাঃ এখন অসুখ নাই আবার ডাক্তারে যাইয়া পরামর্শ করমু। আমারতো অসুখ নাই অহন একটা অসুধ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ উনি যদি বলে খইয়ালাও খাইয়ালামু।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কতদিন রাখবেন?

উত্তরদাতাঃ তা রাখা যাইবোনা।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এখন তো ধরেন আছে তো এইটা কয়দিন রাখবেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ এইটা রাখা যাইবোনা। খাইয়াফালামু।

প্রশ্নকর্তাঃ অসুখ তো নাই। এখন খাবেন কেন?

উত্তরদাতাঃ অসুখ নাই। অহন এইটা ফালামু ক্যা? খাইয়া ফালামু।

প্রশ্নকর্তাঃ খাইয়া ফালাবেন?

উত্তরদাতাঃ হ একটা অসুধের দাম মনে করেন দেহা গেছে অনেক সময়।

প্রশ্নকর্তাঃ দামি অসুধ এজন্য মানে নষ্ট না করে খেয়ে ফেলবেন?

উত্তরদাতাঃ খায়া ফালাম।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু আপনার তো অসুখ নাই?

উত্তরদাতাঃ নাই ব্যাথা তো একটু একটু থাকে?

প্রশ্নকর্তাঃ আপনে যে কোর্স ইয়ে বললেন কমপ্লিট করেন তাইলে এই যে দেখা যাচ্ছে দুইটা যে রয়ে গেছে তাইলে কোর্স তো কমপ্লিট হইলো না।

উত্তরদাতাঃ না হইলে এইটা ভুলে রইয়া গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ভুলে রইয়া গেছে? এই যে রয়ে গেছে আপা

উত্তরদাতাঃ আজকে আমি রোজা রাখছি মনে করেন বেয়ান রাইতে খাইতে পারি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আজকে রোজা না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ। রোজা রাখছি।

প্রশ্নকর্তাঃ ও তাইলে তো কষ্ট হচ্ছে আমার সাথে

উত্তরদাতাঃ না সমস্যা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ পানি নিমু আর কি

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি জ্বি তো যেইটা বলতেছিলাম আপা তাইলে দুইটা অসুধ যে রয়ে গেছে একটা ভুলের কারণে ভুলে গেছেন তাইলে কোন সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ না না কোন সমস্যা নাই। এইটাতো আমার মেয়াদ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ মেয়াদ আছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু আপনে যে একটা গ্যপ হইয়া গেল মাঝখানে?

উত্তরদাতাঃ একটা গ্যাপ হইয়া গেলগা এইডা দেহা গেছে এইটা খাইলে আমার শেষ হইয়া যাইতোগা এহন শেষ অইলো না

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য এইটা একটা সমস্যা। রোগটার কোন সমস্যা অইতে পারে? রোগটার?

উত্তরদাতাঃ না। অহনে দশ দিন অসুধ দিছে আমারে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ অহনে দশ দিনের তে এক দিন রইয়া গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ রইয়া গেছে? তো এক দিন যে রইয়া গেছে এতে আপনার ক্ষতি হবে না কি?

উত্তরদাতাঃ এহনে ক্ষতি অইতেও পারে আবার।

প্রশ্নকর্তাঃ কি ধরণের ক্ষতি?

উত্তরদাতাঃ কি ধরণের ক্ষতি? দেহা গেছে আবার.....৪৪:০৫.....আবার মাথাডা ব্যাথা করলো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আবার এ্য ব্যাথাডা বারলো।

প্রশ্নকর্তাঃ কিসের ব্যাথা কোমরের ব্যথা?

উত্তরদাতাঃ কোমরের ব্যাথ্যা মাজার ব্যাথা, পিঠে ব্যাথা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা এই সব?

উত্তরদাতাঃ আমার সব রোগেই ব্যথা অয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা তো এন্টোবায়েটিক তো মানে বাচ্চারটা ফেলে দেন বললেন, আপনাদেরটা এইগুলা কি রাখেন?

উত্তরদাতাঃ না না না খাইয়া ফালাই।

প্রশ্নকর্তাঃ খাইয়া ফালান আচ্ছা আচ্ছা। তো মানে যেইটা বলতেছিলাম যে অসুদের গায়ে আপা একটু আগে বলতেছিলেন একটা মেয়াদ এই বিষয়ে লেখা থাকে তো মেয়াদের হিসাব মানে কি?

উত্তরদাতাঃ মেয়াদের বিষয় হেরা বইলা দেয় এই অসুধটা এতো দিন খাইবেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা কে বলে দেয়?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার বইলা দেয় যে এক মাসের অসুধ দিলাম। এক মাসে খাইয়া শেষ করবা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ দশ দিন দিলাম। দশ দিনে খাইয়া শেষ করবা।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাতো কোর্সের বিষয়?

উত্তরদাতাঃ কোর্সের বিষয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আর অসুধের গায়ের মধ্যে যে একটা ইয়া থাকে।

উত্তরদাতাঃ অসুধের গায়ে লেইখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে লেইখ্যা যে দেয় ডেট বা তারিখ, সন দেয়া থাকে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ কিছু জানেন এই বিষয়টা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ অসুদ যাতে যারা থাকে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যেমন সাত দিনের অসুধ সাত দিনের বেশী থাকলে এরা বইলা দেয় আর খাইয়াইবেন না।

প্রশ্নকর্তাঃ না এইটা তো হচ্ছে মানে অসুধের মেয়াদের বিষয় মেয়াদের লেখা থাকে গায়ে অসুধের গায়ে মেয়াদ?

৪৫ মিনিট (৪৫:০৪)

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি জানেন এই বিষয়ে কিছু?

উত্তরদাতাঃ না জানি না

প্রশ্নকর্তাঃ কোন তারিখ তারিখ দেয়া থাকে অসুধের গায়ে?

উত্তরদাতাঃ না অহন থাকে অনেকটায় থাকে আবার অনেকটায় থাকে না।

প্রশ্নকর্তাঃ আর যেমন কবে তৈরী হইলো কত দিন

উত্তরদাতাঃ না না এই সব থাকেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ না না ধরেন।

উত্তরদাতাঃ হ থাকে মেয়াদ থাকে মেয়াদ থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ থাকে না?

উত্তরদাতাঃ মেয়াদ থাকে এইটা কত দিন এতো সাল পর্যন্ত চলবো।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এতো সালের থিকা এতো সাল।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ চলে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এর বেশী গেলে তো এইটা অসুধ নষ্ট হইয়া গেল

প্রশ্নকর্তাঃ নষ্ট হইয়া গেল? যাক এইটা কিভাবে দেখেন?

উত্তরদাতাঃ এই মেয়াদ থাকলে আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা আপনে কিভাবে দেখেন?

উত্তরদাতাঃ এইডা জানে লেখাপড়া জানে আমার বউ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ বউরে নিয়া যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো সব সময় কি মেয়াদ দেখার জন্য উনাকে নিয়ে যান?

উত্তরদাতাঃ উনার তো বাচ্চার লগে তো ওর যাওয়াই লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চার লগে? যদি আপনি একা যান বা?

উত্তরদাতাঃ আমার জন্য গেলে আবার আমি সাথে আরো লোক থাকে না?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ অন্য লোক যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কে যায়?

উত্তরদাতাঃ ডাক্টার আরো কত মেডিকেল লোক থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ হের পরে ডাক্টারগো জিগাইলই মেয়াদ আছে কিনা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ যদি মেয়াদ থাকে আমারে দিব

প্রশ্নকর্তাঃ যেই অসুদ কিনতেছেন সেই ফার্মেসি থেকে?

উত্তরদাতাঃ এই যে যেই দোকানে যাই হেই দোকানদারগো কই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ দোকানদারগো কই যে যদি মেয়াদ থাকে তাইলে আমারে দিবেন মেয়াদ না থাকলে দিবেন না।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐটা আপনি বলে নেন?

উত্তরদাতাঃ আমি কিন্তু লেখাপড়া জানি না।

প্রশ্নকর্তাঃ সব সময় দেখেন এরকম?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন দেখেন আপা?

উত্তরদাতাঃ আমি সব সময় যহন অসুধ আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আমি অগো বইলা আনি আমি কিন্তু লেখাপড়া জানি না। আমারে মেয়াদ দেইখা অসুধ দিও মেয়াদ দেইখা যদি না দাও আমি কিন্তু অসুদ ফেরত দিম আর টাকা দিমু না।

প্রশ্নকর্তাঃ টাকা দেবেন না? ও আচ্ছা, আচ্ছা। বুঝতে পারছি।

উত্তরদাতাঃ এ উনারা অসুধ দেইখ্যাই দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর সব সময় আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ অইলো পরায় পঁচিশ বছর ধইরা আনি ঐখান থিকা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এইটা পরিচয় বা

উত্তরদাতাঃ হ পরিচয় অইয়া গেছে গা ঐ জায়গায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো আপা ধরেন যে আপনি নিয়া বা দেখে আনেন বা উনাদেরকে বলেন দেখে দিতে আর আপনি যেইটা জানেন না সেইটাতো ওদেরকে বলেন যে মেয়াদটা একটু দেখে দিতে

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ তো ধরেন কোন সময় এমন হইছে যে মেয়াদ নাই অসুধের অসুধ নিয়ে আসছেন?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ পরে ফেরত দিছেন?

উত্তরদাতাঃ না না ঐ অসুধ আমারে দেয় না হেরা।

প্রশ্নকর্তাঃ দেয় না?

উত্তরদাতাঃ এইটা আমারে আগেই বইলা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এইটা যদি ভুল করে খাইয়া ফেলে? ভুল করে একটা দিয়ে দিল মেয়াদ উত্তির্ন?

উত্তরদাতাঃ আমার তো হয় না। অহন আমি

প্রশ্নকর্তাঃ না কথার কথা কথার কথা যদি কেউ একটা ভুল করে মেয়াদ উত্তির্ন অসুধ খাই ফেললো।

উত্তরদাতাঃ খাইয়া ফাললে গেলে আবার যায় অসুধ

প্রশ্নকর্তাঃ না যদি খাইয়াই ফেলে ধরেন বেশ কয়েক খেয়ে ফেললো তাইলে তার কি সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ কি সমস্যা হইতে পারে এখন আমার তো ঘরে কেউ অয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ না এইটা ধারনা আপনার?

উত্তরদাতাঃ ধারনা এইটা মনে করেন না বুইজ্জা আনলে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ অনেক সমস্যা অয় মনে করেন যে পাতলা পায়খানা অইলো বা অন্য কোন একটা সমস্যা অইলো। তারে বইলা দেই এই অসুধ নিয়া তুমি আবার যাও।

প্রশ্নকর্তাঃ না না ধরেন কেউ এসে ঐ অসুধ মেয়াদ নাই খেয়ে ফেললো ভুলে আর কি খেয়াল করলো না যে ডেট আছে কিনা। যদি কেউ ভুল করে ভুল বশতঃ খেয়ে ফেলে তাইলে কি কি সমস্যা অইতে পারে তার?

উত্তরদাতাঃ কি সমস্যা অইতে পারে এতো এইটাতো আমি নিজে যেন অয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আমরা যেমন অনেক সময় বলি না যে অসুধে রিএকশন করে বা অসুধে ইয়া হয় মানে কি কি হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ ঐযে দেখা গেছে অস্থিরতা লাগে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ বা মাথা ঘোরায়। বা এই অসুধটা খাইয়া বমি বমি ভাব লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি

উত্তরদাতাঃ এরকম হয়

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ তা ঐডা অসুদটা খাওয়া বন্দ কইরা দিয়া আবার ডাক্টারের লগে পরামর্শ করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আচ্ছা। মানে এর শেষ পরিনতি কি হইতে পারে একটা ভুল অসুধ খাওয়ার কারণে? এইটার মেয়াদ

উত্তরদাতাঃ হইতে পারে অহন মনে করেন অন্য কোন সমস্যা এই সমস্যা অইতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কি সমস্যা?

উত্তরদাতাঃ ডাক্টারের

প্রশ্নকর্তাঃ অন্য কি সমস্যা অইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ সমস্যা এই যে মাথা ব্যাথা

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলো তো ছোটখাট। বড় ধরণের কোন সমস্যা অইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ বড় ধরণের সমস্যা অয় নাকি আমি জানি না। আমি এই ধরণের অসুধ আনি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা মানে ধারণা আর কি। অনেক সময় মানুষ ভুল চিকিৎসায় করে ফেলে না ভুল অসুধ খাইয়া ফেলে না?

উত্তরদাতাঃ আর ভুল চিকিৎসা করে ভুল ডাক্টারের কাছে আমরা যাই না।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐটা না বলতেছি ভুল করে একটা অসুদের মেয়াদ দেখলো না। সে ঘরে আইনা খেয়ে ফেললো। খাওয়ার পরে কি সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ এখন আমি তো আনি না। আমি কিভাবে বলবো?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমি তো সতর্ক সব সময়।

প্রশ্নকর্তাঃ না বুঝতে পারছি। আচ্ছা। তো যেইটা বলতেছিলাম আপা মানুষের যেরকম এন্টোবায়েটিক আছে অসুধ গরু ছাগল হাঁস মুরগি এদেরওতো এন্টোবায়েটিক অসুধ আছে?

উত্তরদাতাঃ কি জানি গরু ছাগল তো আর আমরা পালি না।

প্রশ্নকর্তাঃ না আপনি শুনছেন কিনা এরকম?

উত্তরদাতাঃ না আমি শুনি নাই। আমি গেরামের বাড়িতে.....৪৮:২০.....

প্রশ্নকর্তাঃ তো সেটা হইতেছে যে ধরেন গরু ছাগলের যে অসুধ আছে খাওয়ায় এন্টোবায়েটিক শুনছেন হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ এই শুনছি এহন এইটাতো আমরা গরু ছাগল পালি না এইটা ।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে অসুধের আলাদা দোকান আছে বা ওদের এন্টোবায়েটিক আছে আপনি কি জানেন এই বিষয়ে?

উত্তরদাতাঃ না এইগুলা আমি জানি না।

প্রশ্নকর্তাঃ জানেন না? আচ্ছা আপা যেটা বলতে ছিলাম যে আমরা শেষের দিকে যে এন্টেবায়েটিক রেজিষ্ট্যান্স ধরেন এন্টেবায়েটিক রেজিষ্ট্যান্স এই শব্দটা আপনি শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ হয়তো শুনতে পারি আমি তো লেখাপড়া জানি না।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথায় কোথায় শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ এই ডাক্তারের দোকানে কওয়া কওয়ি করে বা

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কি জিনিসটা কি আসলে? এন্টেবায়েটিক রেজিষ্ট্যান্স এইটা বলতে কি বোঝায়? আমরা অনেক সময় বলি না? এন্টেবায়েটিক রেজিষ্ট্যান্স হইছে। তো এন্টেবায়েটিক রেজিষ্ট্যান্সটা ঘটনাটা কি? কি হইছে?

উত্তরদাতাঃ আমি এইডি বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি জানেন না? আচ্ছা ধরেন প্রত্যেকটা অসুধেরই তো একটা কোর্স আছে ঠিকনা? এখন কোর্স যদি কেউ এইটা কমপ্লিট না করে তাইলে তার কি সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ পারে অসুখটা ভাল হইবো না আবার দুই দিন পরে দেহা দিবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আবারদেহা দিবো?

উত্তরদাতাঃ আবার এক সপ্তাহ পরে দেখা দিবো। আবার পনের দিন পরে দেহা গেছে অসুখটা বাড়বো। এর লিগা অসুধটা খাওনই ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে পুরাটা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমি আমার পুরা ফ্যামিলির সবারে অসুধ খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে?

উত্তরদাতাঃ রাখি না। বাদ রাখি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতাঃ যে কয় দিনের আনি

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি

উত্তরদাতাঃ এই কয়দিনের সবটাই খাইতে দেই। মানে একদিনও বাদ করবা না পরে রাগ করি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে সবাই কি খায়?

উত্তরদাতাঃ ঐ আমার ছেলে দেহা গেছে অনেক সময় খায় না ভাল লাগে না। আমি খাইতাম না খাওয়া লাগবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ পরে আমি রাগারাগি করি। খাবি না কে? টেকা দিয়া কিনা আনছি না অসুধ?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ খাবি।

প্রশ্নকর্তাঃ শুনে এরকম?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ শুনে

প্রশ্নকর্তাঃ শুনে খায়?

উত্তরদাতাঃ খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য আপনার নাতি বা আপনার স্বামী বা আপনার বউ ওরা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ খায়। সবাই খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ সবাই খায় না? তাইলে একটা বললেন যে খাইলে অসুখ টা ভাল হইয়া গেল আর হইলো না। আর কোন লাভ কি আছে আপা?

উত্তরদাতাঃ আর লাভ কি আমি অসুধ বাকি রাখি না সব অসুদই খাওয়া শেষ করি।

৫০ মিনিট (৫৫:০২)

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা কেই যদি আপা কোর্স টা কমপ্লিট না করে তাইলে আপনে বলছেন যে রোগটা আবার হতে পারে আর কিছু কি হতে পারে আপা?

উত্তরদাতাঃ আর কি দেহা গেছে যে অন্য একটা রোগ দেহা দিল অসুধটা খাইলাম না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ একটা অসুধে আনেক কাজ করে। এক রোগের কাজ করে না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ একটা অসুধে অনেক রোগের কাজ করে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তো অনেক রোগের কাজ করলে তো এইডা বাদ দিমু কে খাইয়া ফালাই।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি তো যদি না খাই তাইলে বলতেছেন যে আরেকটা নতুন রোগ দেখা দিতে পারে।

উত্তরদাতাঃ হ নতুন রোগ ই তো।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কি হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ আর দেহা গেছে যে এই অসুধটা খাইলাম না আরেকটা রোগ অইলো

প্রশ্নকর্তাঃ আরেকটা রোগ অইলো?

উত্তরদাতাঃ আরেকটা রোগ অইলে তো এই অসুধটা খাছ নাই নাই দেইখাই এই অসুখটা হইছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তা রাগ করি

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তো দেহা যায় বেশীর ভাগ সময় আমার ছেলে দেখা যায় অনেক সময় চাকরি করে ঠিক মতো খাইতে পারেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ খায়না এই জন্য অল্প আনি

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি

উত্তরদাতাঃ অল্প কইরা আনি

প্রশ্নকর্তাঃ অল্প করে আনেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ মানে ঐ পুরা খাইতে পারে না এর জন্য অল্প করে আনেন অসুধ?

উত্তরদাতাঃ হ কমায়া আনি যাতে যদি না লাগে, না লাগলে তো আর নাই আর যদি না লাগে ফিরা আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ কার জন্য আনেন এইগুলো?

উত্তরদাতাঃ ঐ ছেলের জন্য।

প্রশ্নকর্তাঃ ছেলের জন্য? ছেলের জন্য সব সময় অল্প করে আনেন?

উত্তরদাতাঃ হ অল্প কইরা আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ হয়তো দেহা গেছে জ্বর আনে বা ঠান্ডা এইত্তো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর এমনে আল্লাহর রহমতে অন্য কোন অসুখ টসুখ নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ওগুলো এনে যদি ভাল হয়ে যায়?

উত্তরদাতাঃ হয়ে গেলে আর আনি না। ডাক্তাররে কই ভাল অইয়া গেছে

প্রশ্নকর্তাঃ ডাক্তার দেয়ার সময়ই কি অল্প করে দেয় নাকি একদম পুরা কোর্স দেয়?

উত্তরদাতাঃ পুরা কোর্স দিলেই ঐ আনলে আবার ঠিকমতো খায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ এই জন্য আপনে কমায়া আনেন?

উত্তরদাতাঃ কমায়া আনি যদি না দেয় এইডা থাকতে থাকতে এইযে খাওয়া শেষ অইয়া গেছে আবার যাই। আবার এট্টুক যেট্টুক থাকে নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ আবার নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আর শুধু মাত্র এইটা ছেলের ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতাঃ ছেলের ক্ষেত্রে

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ছেলের ক্ষেত্রে, আর নাতি বা

উত্তরদাতাঃ না নাতি বউ এরা সব সময় সব খাওয়া অয়।

প্রশ্নকর্তাঃ সব খাওয়া অয়?

উত্তরদাতাঃ এইটাতো আমি ঘরে থাকি।

প্রশ্নকর্তাঃ ছেলে যে কম খাইতেছে আপনি বুঝতেছেন না। সে হয়তো কম কইরা খাইতেছে। কমপ্লিট করতেছে না। তার আবার বুজতেছেন যে এই রোগটা আবার ঘুরে

উত্তরদাতাঃ হ হ

প্রশ্নকর্তাঃ তারপরেও সে তাকে কম করে আনেন কেন?

উত্তরদাতাঃ অসুধ কম কইরা আনি মনে করেন হেয় অসুধটা থাকলে তো আর খাইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কথা সব সময় শোনে?

উত্তরদাতাঃ শোনে

প্রশ্নকর্তাঃ শোনে? তাইলে খায় না কেন?

উত্তরদাতাঃ শোনে তো সময়তে পারে না। এই লাঞ্চে আইলো আধা ঘন্টা সময় খাইয়া গেল অসুধ নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো অসুধটা আবার সাথে রাখে না?

উত্তরদাতাঃ না দেহা গেছে জায়গা নাই সাথে রাখার মতো খায়না।

প্রশ্নকর্তাঃ একটা ছোট অসুধ সাথে রাখতে পারে না?

উত্তরদাতাঃ না খায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইটা কি তার মানে কোন অবহেলার বা কোন কারণে?

উত্তরদাতাঃ না না অবহেলা না। মনে থাকে না।

প্রশ্নকর্তাঃ মনে থাকে না? তো আপনারা খেয়াল করে দিতে পারেন না?

উত্তরদাতাঃ দেহা গেছে অনেক সময় কাজে কামে থাকি খেয়াল থাকে না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এই যেমন এহন আমি আপনার সাথে অনেক কথা বলতেছি অহন তো আমার পানির টাইম যাইতাছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা তাইলে একটু একটু আপা

উত্তরদাতাঃ হ পানির

প্রশ্নকর্তাঃ এই এইযে আপনে অনেকগুলি সমস্যার কথা বললেন আপা যদি সব অসুধ না খায় যে ঐযে রোগটা আবার হইতে পারে বা নতুন একটা রোগ দেখা দিতে পারে। এই সমস্যা গুলার কথা এই যে বললেন আমাকে হইতে পারে এইগুলা কোথায় শুনছেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ এইডা মনে করেন ডাক্তাররা বলে অনেক সময় আবার আমার নিজের থিকা বুঝি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার নিজের থেকে বোঝেন কিভাবে এইটা?

উত্তরদাতাঃ নিজের থিকা বুঝি এই অসুধটা না খাইলে আবার এই অসুখটা আমার দেখা দিল। আবার ডাক্তারের পরামর্শে অসুধ খাইয়া শেষ করলে তাইলে আর আল্লাহর রহমতে আমার আর কোন সমস্যা অইলো না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আবার ছয় মাস এক বচ্ছর গেল গা আবার আল্লাহ দিলে আর সমস্যা নাও অইতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতাঃ বাংলাদেশ মেডিকেলের অসুধ খাইলে আমি দেহা গেছে চাইর বছর এক বার অসুধ খাইছি আমি আর পাঁচ বচ্ছর পর্যন্ত আমার ডাক্তারের কাছে যাওন লাগে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ পাঁচ বচ্ছর পর্যন্ত আমি সুস্থ্য আছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতাঃ হের পরে আবার পাঁচ বচ্ছর পরে আবার অসুস্থ্য অইয়া হেই কাগজ পত্র লইয়া গেছি। যেই কাগজ পরীক্ষা মরিক্ষা সব কাগজ নিয়া গেছি। আবার অসুধ খাইছি আবার অয়নে সুস্থ্য অয়নে বয়স অইয়া গেছেগা। অহন পুরা ভাল অয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার?

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ ও।

উত্তরদাতাঃ এহন ডাক্তার বলে আপনার বয়স অইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আপনার বয়সের সাথে সাথে আপনার ব্যথাডা যাইবোনা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ থাকবই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনে তো এই কয় দিন পর পর .....৫৩:১০..... ডাক্তার দেহাইতেছেন আবার ভাল হচ্ছে না এইটা কেন হচ্ছে?

উত্তরদাতাঃ এইটা অহন বয়সের লাইগা অয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কে বলে?

উত্তরদাতাঃ এইটা ডাক্তাররাই বলছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ডাক্তাররাই বলছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইটার কোন?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তাররা বলে আবার নিজেও বুঝতাছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার কোন সমাধান নাই আপা?

উত্তরদাতাঃ এইটার সমাধান কি এইডার সমাধান অসুধ খাইলে ভাল থাকি আবার অসুধ না খাইলে

প্রশ্নকর্তাঃ কত দিন অসুধ খাবেন?

উত্তরদাতাঃ না খামু না। ডাক্টারে বলে বেশী বেশী ব্যাথার অসুধ খাওয়া যাইবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ বেশী খাইলে কি সমস্যা?

উত্তরদাতাঃ বেশী খাইলে সমস্যা লাগে পানি আইয়া পরে।

প্রশ্নকর্তাঃ আর?

উত্তরদাতাঃ এর পরে শইল্যে পনি নামে।

প্রশ্নকর্তাঃ আর?

উত্তরদাতাঃ এজন্য আমারে বেশী না করে।

প্রশ্নকর্তাঃ এছাড়া আর শরীরে কোন সমস্যা অইতে পারে বেশী অসুধ খাইলে?

উত্তরদাতাঃ এ্য বেশী খাইলে সমস্যা পানি আইয়া যায়, পানি বারে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ আর?

উত্তরদাতাঃ ওজন বাইরা যায় শরীরের।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ আর?

উত্তরদাতাঃ আর জানি না কোন সমস্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো এই যে অসুধের মানে যে অনেকে যে কোর্স কমপ্লিট করে না। ধরেন আপনার বাচ্চার জন্য কম করে কিনেন বা ডাক্টার কোর্স দিল কমপ্লিট করেন না তো এই যে অল্প করে খায় আরো তো অনেক লোক আছে যে অল্প করে খায় কোর্স কমপ্লিট করে না।

উত্তরদাতাঃ অল্প করে খাইলে অইবো সমস্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ সেক্ষেত্রে কি আপনে কি চিন্তিত বিশেষ কইরা এই যে আপনার ছেলের জন্য?

উত্তরদাতাঃ হ চিন্তিত থাকি। এইটা খাইলি না কে?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ খাওয়া শেষ করবি। যেমন আজকে অল্প আনলাম দুই দিন তিন দিন .....৫৪:১০.....আইনা খাওয়াইয়া দেই।

প্রশ্নকর্তাঃ খাওয়াইয়া দেন?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ সব সময় হয় এইটা?

উত্তরদাতাঃ সব সময়।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু ওতো ঐযে অসুধ খায় না।

উত্তরদাতাঃ আমি অসুধ সব সময় আ করি না।

প্রশ্নকর্তাঃ করেন না। কিন্তু আপনাদের আয় তো কম।

উত্তরদাতাঃ আয় কম হইলেও এর ভিতরেই আমি চালায়া নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ এর ভিতরেই চালায়া নেন আচ্ছা যেহেতু আপনি স্বিদ্ধান্তগুলা ইয়া করেন। এমনে স্বিদ্ধান্ত কি সব আপনারই থাকে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সব আমার

প্রশ্নকর্তাঃ এমনে পরিবারে সবাই শুনে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ পাওনা দানা ঘর ভাড়া যত সব

প্রশ্নকর্তাঃ সবাই শুনে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সবাই শুনে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ সবাই না শুনলে চলবো কি কইরা?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ খাইবো কি কইরা?

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে একটা অসুখ যেন বার বার ঘুরে ঘুরে না হয় বা নতুন একটা অসুধ যাতে না

উত্তরদাতাঃ না আনা লাগে

প্রশ্নকর্তাঃ আনা না লাগে ঐ অসুখটা যেন ঘুরে আবার না হয় অথবা বললেন যে যে অসুধ না খাইলে আবার দেখা যায় যে একটা অসুখ ছিল ঐটা ভাল হইলো না সাথে আবার একটা নতুন অসুখ দেহা দিতে পারে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ একটু আগে বলতেছিলেন, এইটার সমাধান করার জন্য আমরা আসলে কি করতে পারি আপা?

উত্তরদাতাঃ এই যে আমরা যা ডাক্টারের পরামর্শ মতো ডাক্টারে যেই অসুদ দিব হেইডাই খাই।

৫৫ মিনিট (৫৫:০০)

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা নিয়ন্ত্রন? আর সরকার বা দেশের জনগন বা যারা এইটা

উত্তরদাতাঃ সবারই এইটা নিয়ম।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য যারা গবেষনা করে এইটার জন্য কি করতে পারে এইটার জন্য মানুষের যে জিনিসটা তথ্যটা দেওয়ার জন্য

উত্তরদাতাঃ এ্য দেওয়ার জন্য তারাতো দেওয়ার জন্যই করে ভালর জন্যই করে। তা এইডা এগো শুনতে হইবো না?

প্রশ্নকর্তাঃ সরকার কি ব্যবস্থা পদক্ষেপ নিতে পরে?

উত্তরদাতাঃ সরকার অহনে সরকার কি ব্যবস্থা সরকার তো

প্রশ্নকর্তাঃ সবাই যেন কোর্সটা কমপ্লিট করে।

উত্তরদাতাঃ করে?

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিলে সবাই কোর্সটা কমপ্লিট করবে?

উত্তরদাতাঃ সরকার এইটা নিতে অইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ কি করবো সরকার?

উত্তরদাতাঃ সরকার এইডা সবাইরে ডাক্তারগো ইয়েগো সবাইরে বলতে হইবো যে এইভাবে যেইভাবে ভাল হয় এইডাই করবো

প্রশ্নকর্তাঃ এইডাই সরকার? আর সাধারন মানুষ আমরা কি করতে পারি?

উত্তরদাতাঃ আমরা আর কি করমু? আমাগো তওফিকে যা আছে ভাগ্যে যা আছে তাই আমরা।

প্রশ্নকর্তাঃ না আমি বলতেছি কমপ্লিট করতে পারি সবাই?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সবাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে এইটা কি কাজ করা যায়?

উত্তরদাতাঃ যেডা এহন মানে আমি সবার কথা বলতে পারি না। আমি করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি করেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমি করি। আমি ডাক্তারাও আমারে অনেক ই করে । ডাক্তার কয় না আপনে এ্য সব সতর্ক থাকেন।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আপনার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো আপা আমার আলোচনা শেষ। তো আসলে আপনার অনেক সময় দিলেন আমাকে আর আমার কাছে একটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা ইয়া আছে কাগজ আছে। এইটা হচ্ছে যে এন্টাবায়েটিক রেজিষ্ট্যান্স শুরু হওয়ার আগে কিভাবে মানুষের শরীরে রেজিষ্ট্যান্স হয় এইগুলো বিস্তারিত আছে। তো আপনাকে আমি এইটা দিয়ে যাচ্ছি তো আপনার পরিবারে যখন কেউ এন্টোবায়েটিক খাবে তখন এই জিনিসটা আপনি জেনে একটা শিক্ষিত কাউকে দেখাইলে উনি বুঝবে হ্যাঁ এইটা....৫৬:২০....হ্যাঁ। তো আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনাদের পরিবারের সবার সুস্বাস্থ্য আমি কামনা করি।

উত্তরদাতাঃ আমাদের জন্যও দোয়া কইরেন।

প্রশ্নকর্তাঃ অবশ্যই দোয়া করবো তো আজকে রোজাও রাখছেন যে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমি মনে করেন অসুধ নিয়া কোন সময় গাফলতি করি না। আমি সব সময় অসুধ নিয়া সকর্ত।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি জ্বি

উত্তরদাতাঃ ছেলের, বাচ্চার, বউর বা সবারই।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি

উত্তরদাতাঃ আমি যেই অসুধ আনি সব অসুধ আমি সতর্ক এর কারণ অনেক কষ্ট কইরা অসুধটা আনা হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আমার টাকা সমস্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি

উত্তরদাতাঃ আমার অন্য দিক দিয়া ই কইরা অসুদটা আনতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এই জন্য আমি সব সময় সতর্ক থাকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ বেশ ভাল এইটা আমরাও দোয়া করি যেন আপনার পরিবারের সবাই সুস্থ্য থাকুক আপনিও মেনে চলেন জিনিসটা।

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি আমাদের জন্যও দোয়া করবেন।

উত্তরদাতাঃ সবাইরেই করে।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি

উত্তরদাতাঃ না অসুধটা আনছে কষ্ট কইরা খাওয়া লাগবো।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি অনেক কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছেন তো আমি দোয়া করি আপনাদের জন্য আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন। তো ভাল থাকেন সুস্থ্য থাকেন এ্য

উত্তরদাতাঃ আমরা যেন ভাল থাকি এই জন্য দোয়া করবেন।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতাঃ ওয়ালাইকুম আসসালাম।